৪৬তম বিসিএস লিখিত ফুল কোর্স

বাংলা

লেকচার: ০১

টপিক:

- ✓ ব্যাকরণের মৌলিক আলোচনা (ভাষা, ধ্বনি, বর্ণ, অক্ষর)
- ✓ শব্দ ও শব্দের প্রকারভেদ
- ✓ শব্দ গঠন (প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন, উপসর্গযোগে শব্দ গঠন, সমাসযোগে শব্দ গঠন, সন্ধিযোগে শব্দ গঠন, দ্বিরুক্তির মাধ্যমে শব্দ গঠন, পদাশ্রিত নির্দেশকের মাধ্যমে শব্দ গঠন, বচনের মাধ্যমে শব্দ গঠন)।
- ✓ পদ-প্রকরণ ও পদের ব্যবহার।

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy

সিলেবাস আলোচনা (বাংলা ১ম ও ২য় পত্র)

পূর্ণমান – ২০০

বাংলা প্রথম পত্র

পূর্ণমান – ১০০

(সাধারণ এবং টেকনিক্যাল/পেশাগত উভয় ক্যাডারের জন্য)

১। **ব্যাকরণ-**	৫ × ৬ = ৩০
(ক) শব্দ গঠন	
(খ) বানান/বানানের নিয়ম	
(গ) বাক্যশুদ্ধি/প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ	
(ঘ) প্রবাদ প্রবচনের নিহিতার্থ প্রকাশ	
(ঙ) বাক্য গঠন	
২। ভাব-সম্প্রসারণ	২০
৩। সারমর্ম	২০
৪। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর	৩০

সিলেবাস আলোচনা (বাংলা ১ম ও ২য় পত্র)

বাংলা দ্বিতীয় পত্র

পূর্ণমান – ১০০

(শুধুমাত্র সাধারণ-ক্যাডারের জন্য)

১।	অনুবাদ (ইংরেজি থেকে বাংলা)	১৫
২।	কাল্পনিক সংলাপ	১৫
৩।	পত্র লিখন	১৫
৪।	গ্রন্থ সমালোচনা	১৫
৫।	প্রবন্ধ রচনা	৪০

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন পর্যালোচনা

বিষয়	৪৫		৪৪	৪৩	৪১	৪০	৩৮	৩৭	৩৬	৩৫
	সাধা.	টেক.								
শব্দ গঠন	১	১	২	১	১	১	১	২	১	২
বাংলা বানান ও বানানের নিয়ম	১	১	১	১	১	১	২	-	১	১
বাক্যশুদ্ধি/প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ	১	১	-	১	১	১	১	১	১	-
প্রবাদ-প্রবচনের নিহিতার্থ প্রকাশ ও বাগ্‌ধারা	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
বাক্য গঠন	১	১	১	১	১	১	-	১	১	১
প্রাচীন যুগ	১	১	১	১	১	১	১	-	১	১
মধ্যযুগ		১	-	২	১	৩	১	২	৪	৩
আধুনিক যুগ	৪	৩	৯	৭	৮	৬	৯	৮	৫	৬

বাংলা ভাষা

- বাংলা ভাষা এসেছে - ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষা গোষ্ঠী/বংশ থেকে।
- ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর **শতম শাখা** থেকে বাংলা ভাষার জন্ম।
- বাংলা ভাষা এসেছে **মাগধী প্রাকৃত (সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়** ও জর্জ আব্রাহাম গিয়ারসন এর মতে)/**গৌড়ী প্রাকৃত (ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর** মতে) থেকে।
- বাংলা ভাষার জন্ম – বঙ্গ-কামরূপী ভাষা থেকে।
- বঙ্গ-কামরূপী ভাষা থেকে জন্ম নিয়েছে ২টি ভাষা। (১) বাংলা ভাষা ও (২) অসমিয়া/আসামি ভাষা। এ কারণে অসমিয়া বা আসামি ভাষাকে বাংলা ভাষার ভগ্নি-সম্পর্কীয় ভাষা বলা হয়।
- **সাধু ভাষা প্রথম ব্যবহার করেন - রাজা রামমোহন রায়।**
- **চলিত ভাষার প্রবর্তক - প্রমথ চৌধুরী।**
- বাংলা ভাষার জন্ম ৬৫০ মতান্তরে ৯৫০ সালে (সপ্তম বা দশম শতকে)।
- জাতীয় সংসদে **১৯৮৭** সালে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহারের আইন পাশ করে।

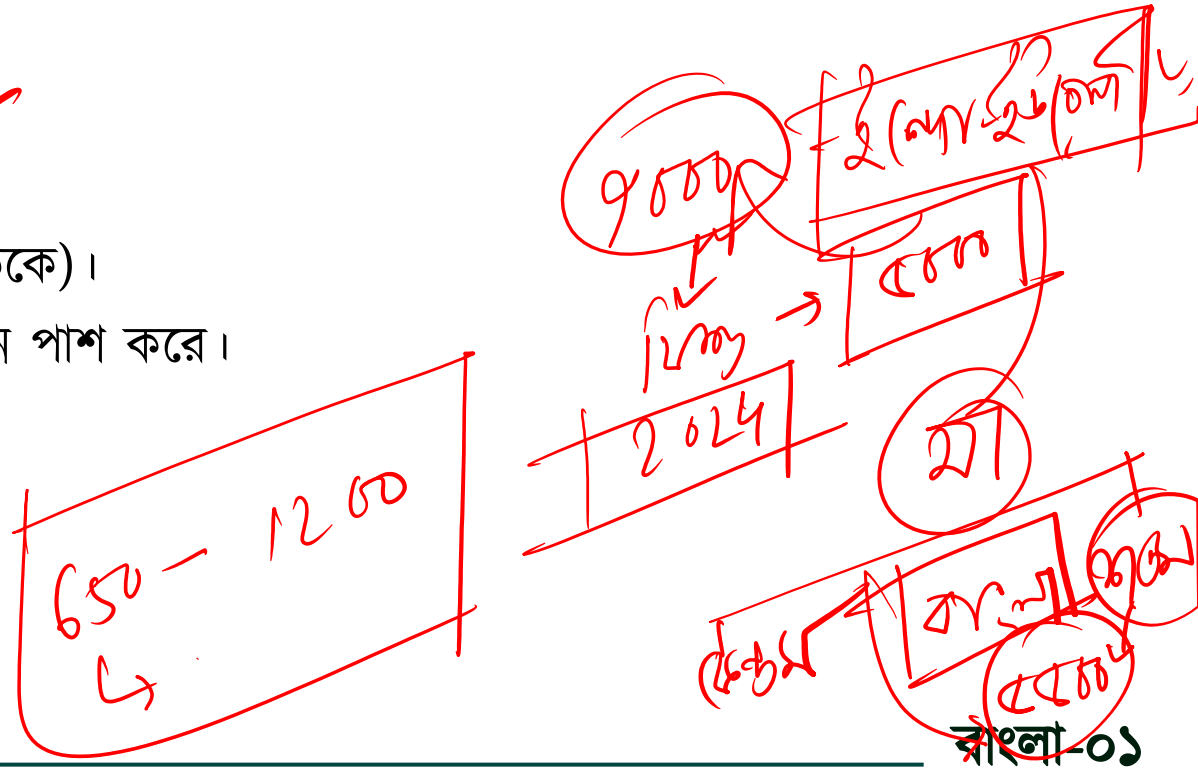

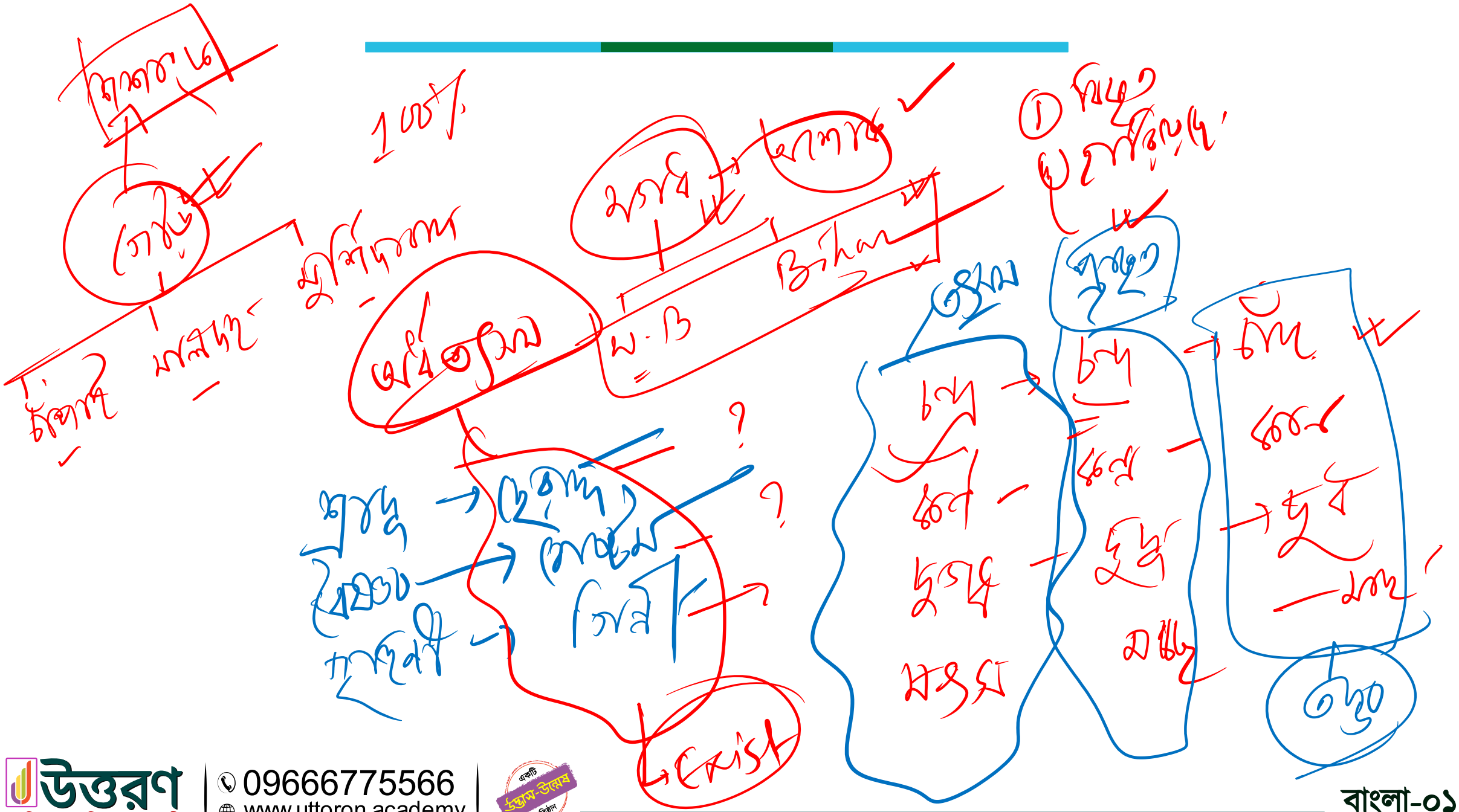

বাংলা ভাষার উৎপত্তি

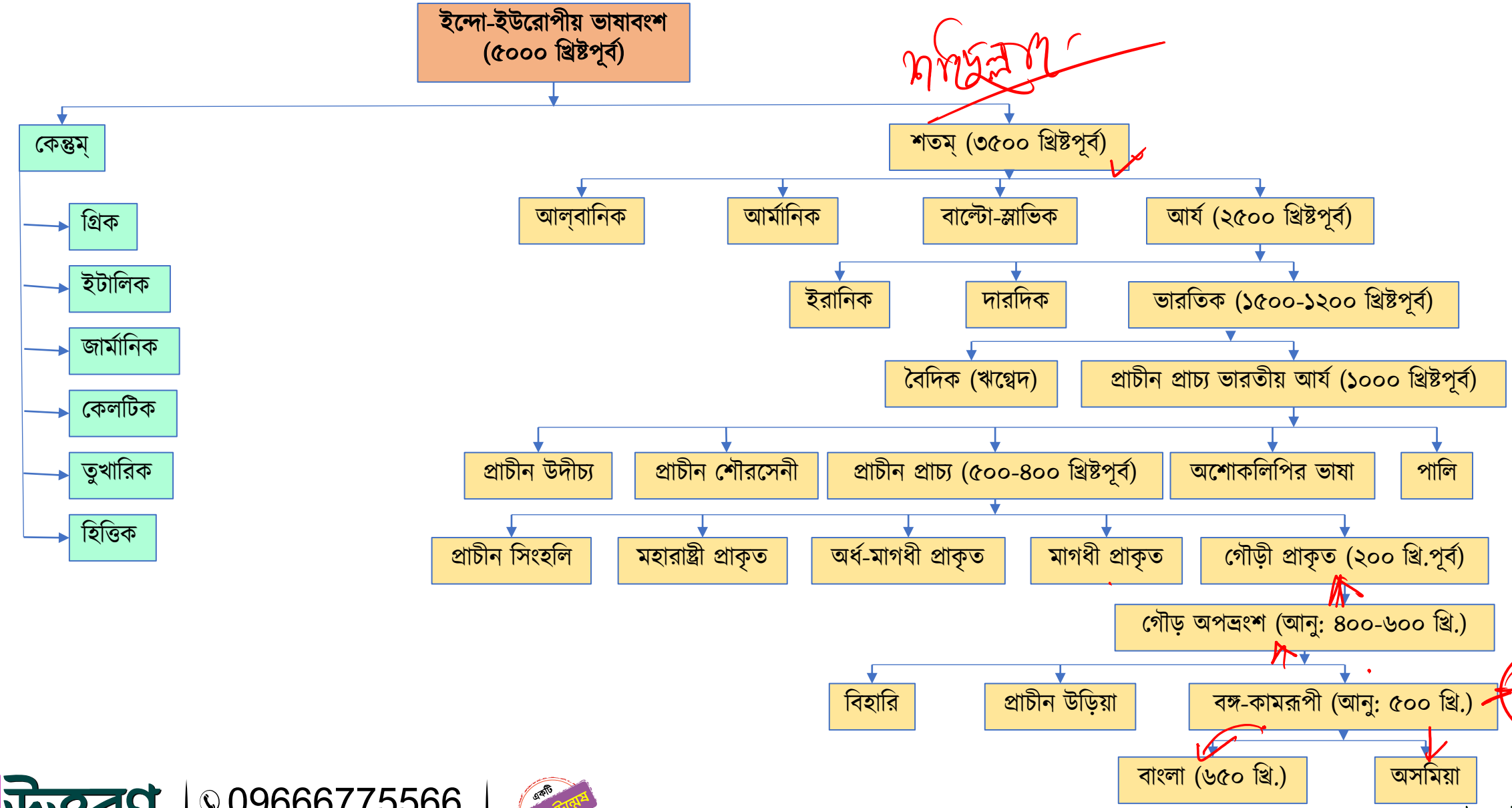
ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ (৫০০০ খ্রিষ্টপূর্ব)
কেন্তুম্
গ্রিক
ইটালিক
জার্মানিক
কেলটিক
তুখারিক
হিত্তিক
শতম্ (৩৫০০ খ্রিষ্টপূর্ব)
আল্‌বানিক
আর্মানিক
বাল্টো-স্লাভিক
আর্য (২৫০০ খ্রিষ্টপূর্ব)
ইরানিক
দারদিক
ভারতিক (১৫০০-১২০০ খ্রিষ্টপূর্ব)
বৈদিক (ঋগ্বেদ)
প্রাচীন প্রাচ্য ভারতীয় আর্য (১০০০ খ্রিষ্টপূর্ব)
প্রাচীন উদীচ্য
প্রাচীন শৌরসেনী
প্রাচীন প্রাচ্য (৫০০-৪০০ খ্রিষ্টপূর্ব)
অশোকলিপির ভাষা
পালি
প্রাচীন সিংহলি
মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত
অর্ধ-মাগধী প্রাকৃত
মাগধী প্রাকৃত
গৌড়ী প্রাকৃত (২০০ খ্রি.পূর্ব)
গৌড় অপভ্রংশ (আনু: ৪০০-৬০০ খ্রি.)
বিহারি
প্রাচীন উড়িয়া
বঙ্গ-কামরূপী (আনু: ৫০০ খ্রি.)
বাংলা (৬৫০ খ্রি.)
অসমিয়া

বাংলা ভাষার উৎপত্তি

ধ্বনি, ধ্বনির স্বরূপ বিশ্লেষণ, ধ্বনি উচ্চারণের স্থান, ধ্বনি উচ্চারণের প্রণালি, ধ্বনি পরিবর্তন ও লোপ, ধ্বনির প্রতীক বা বর্ণের বিন্যাস, ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান, সন্ধি।

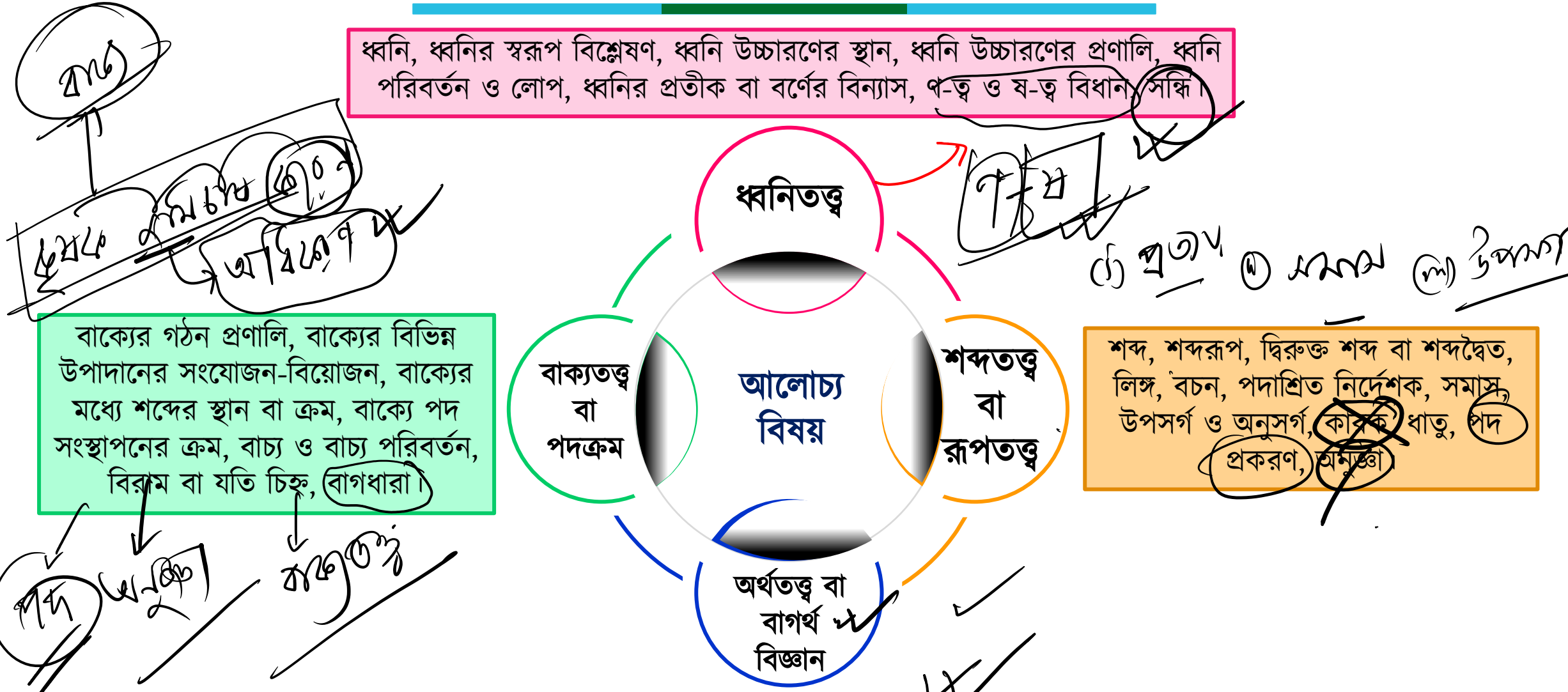

বাক্যের গঠন প্রণালি, বাক্যের বিভিন্ন উপাদানের সংযোজন-বিয়োজন, বাক্যের মধ্যে শব্দের স্থান বা ক্রম, বাক্যে পদ সংস্থাপনের ক্রম, বাচ্য ও বাচ্য পরিবর্তন, বিরাম বা যতি চিহ্ন, বাগধারা।

শব্দ, শব্দরূপ, দ্বিরুক্ত শব্দ বা শব্দদ্বৈত, লিঙ্গ, বচন, পদাশ্রিত নির্দেশক, সমাস, উপসর্গ ও অনুসর্গ, কারক, ধাতু, পদ প্রকরণ, অনুজ্ঞা।

শব্দের অর্থবিচার, বাক্যের অর্থবিচার, অর্থের বিভিন্ন প্রকারভেদ ইত্যাদি।

অক্ষর (SYLLABLE)

❖ ইংরেজি Syllable এর বাংলা পরিভাষা হল অক্ষর। কোন একটি শব্দের যতটুকু এক প্রয়াসে (কোন গ্যাপ ছাড়া) উচ্চারণ করা যায় এতটুকুকে একটি অক্ষর বলে। নিচের উদাহরণগুলো লক্ষ করুন-

শব্দ	অক্ষর সংখ্যা
মন	০১
ধন	০১
ধান	০১
বাঁশ	০১
গোলাপ	০২
বন্ধন	০২
বিশ্ববিদ্যালয়	০৫

✪ মনে রাখুন, বাংলায় একাক্ষর শব্দের আ এবং ও কিছুটা দীর্ঘ হয়।

অক্ষর (SYLLABLE)

❖ **অক্ষরের প্রকারভেদ:** বাংলায় অক্ষর প্রধানত ২ প্রকার-

(১) মুক্তাক্ষর: যদি শব্দের শেষ ধ্বনি টেনে লম্বা করা যায় তবে সেটি মুক্তাক্ষর।

যেমন: পানি, বাবা, মা, আলোকি, বিদেশি ইত্যাদি।

(২) বদ্ধাক্ষর: যদি শব্দের শেষ ধ্বনি টেনে লম্বা করা না যায় তবে সেটি বদ্ধাক্ষর।

যেমন: মন, রাত, কলম ইত্যাদি।

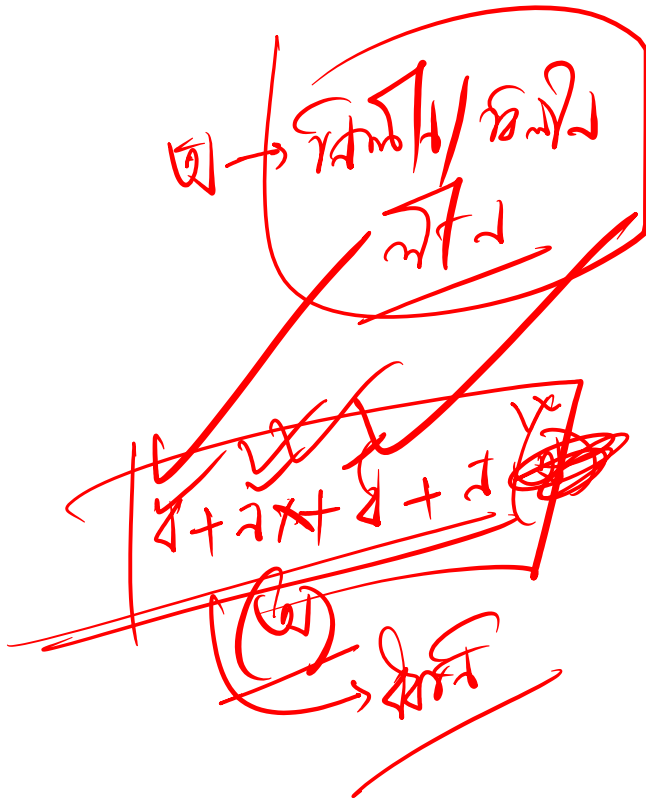

শব্দ

❖ **শব্দ:** অর্থবোধক ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টিকে শব্দ বলে। ব্যাকরণের ভাষায়, এক বা একাধিক ধ্বনি বা বর্ণ মিলিত হয়ে নির্দিষ্ট কোনো অর্থ প্রকাশ করলেই তাকে শব্দ বলে। বিশিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, "অর্থযুক্ত ধ্বনিকে বলে শব্দ। কোনো বিশেষ সমাজের নর-নারীর কাছে যে ধ্বনির স্পষ্ট অর্থ আছে, সেই অর্থযুক্ত ধ্বনি হচ্ছে সেই সমাজের নর-নারীর ভাষার শব্দ।" অশোক মুখোপাধ্যায়ের মতে, "এক বা একাধিক ধ্বনির সমন্বয়ে তৈরি অর্থবোধক ও উচ্চারণযোগ্য একককে শব্দ বলা হয়।" **যেমন:** কলম, দেশ, পেয়ারা, তরমুজ, মানুষ ইত্যাদি।

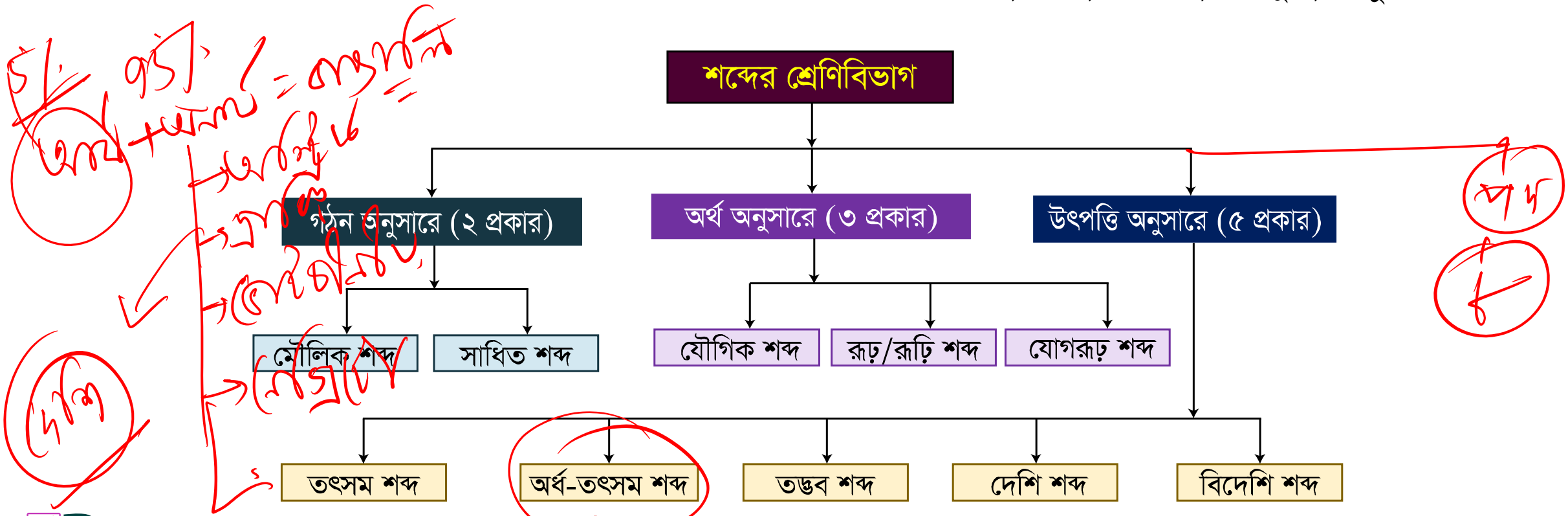

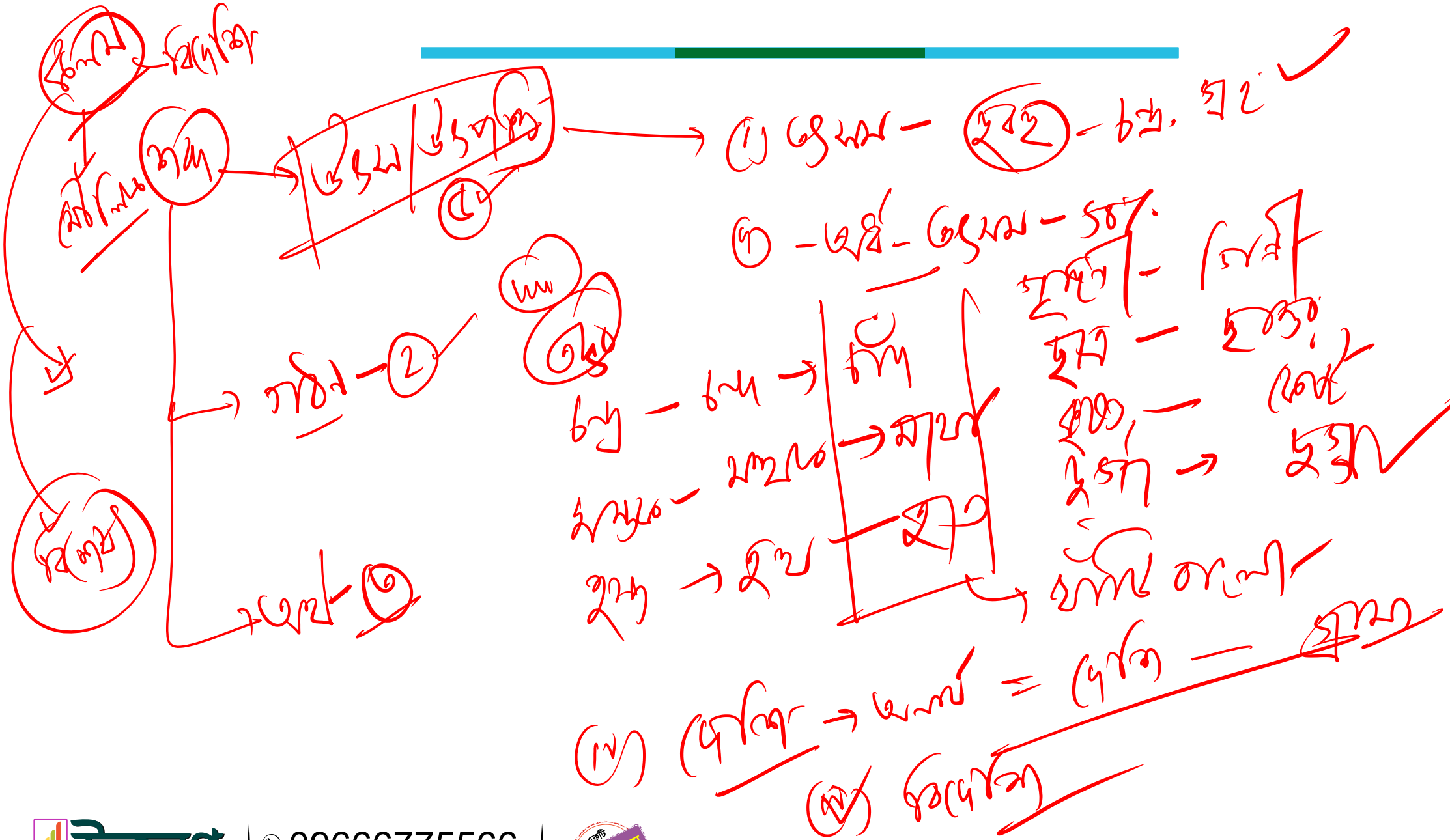

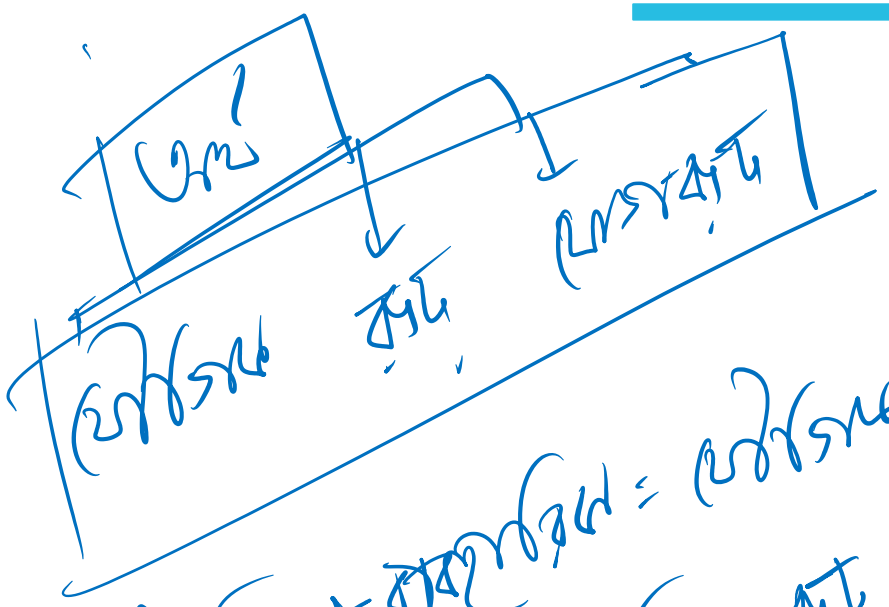

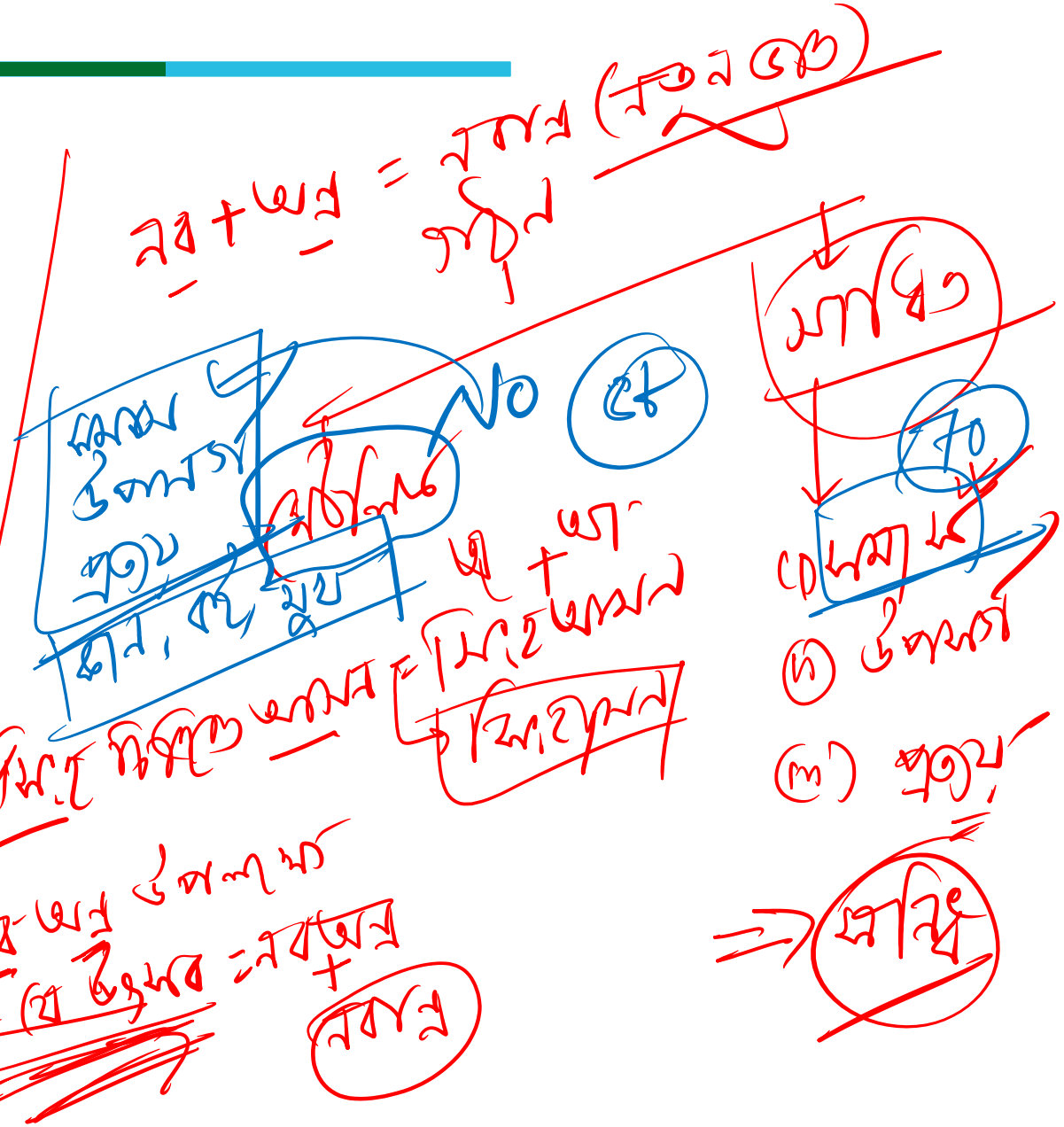

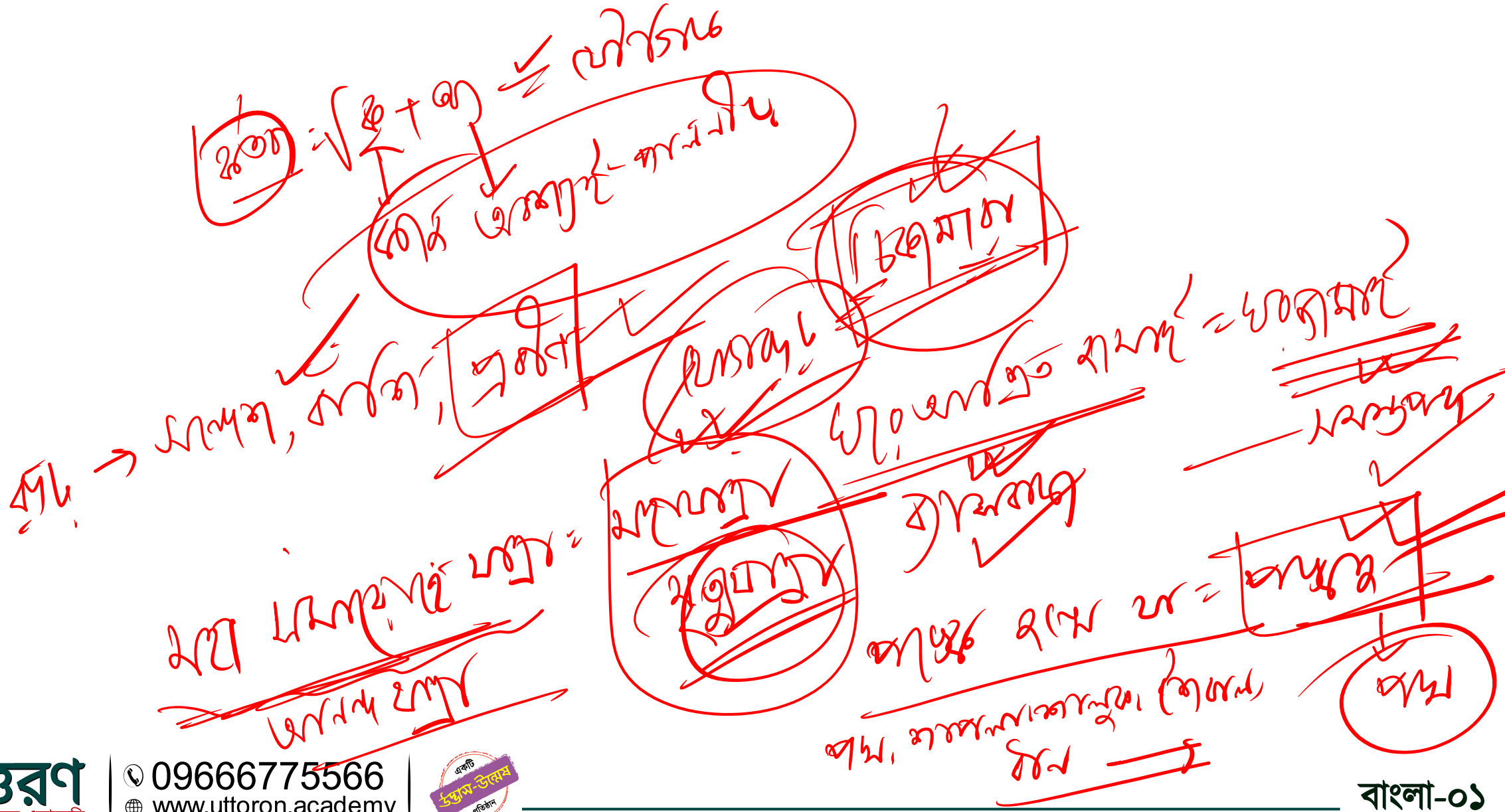

শব্দ

❖ গঠনমূলক শ্রেণিবিভাগ

❑ **মৌলিক শব্দ:** যেসব শব্দ বিশ্লেষণ করা যায় না বা ভেঙে আলাদা করা যায় না, আর ভেঙে আলাদা করা গেলেও যথোপযুক্ত অর্থ পাওয়া যায় না সেগুলোকে মৌলিক শব্দ বলে। **যেমন:** মা, ভাত, পথ, গোলাপ, নাক, লাল, তিন।

❑ **সাধিত শব্দ:** যেসব শব্দকে বিশ্লেষণ করা হলে আলাদা অর্থবোধক শব্দ পাওয়া যায়, সেগুলোকে সাধিত শব্দ বলে। সাধারণত একাধিক শব্দের সমাস হয়ে কিংবা প্রত্যয় বা উপসর্গ যোগ হয়ে সাধিত শব্দ গঠিত হয়ে থাকে।

➢ **উদাহরণ:**

- ✓ চাঁদমুখ (চাঁদের মতো মুখ)
- ✓ নীলাকাশ (নীল যে আকাশ)
- ✓ ডুবুরি (ডুব্ + উরি)
- ✓ চলন্ত (চল্ + অন্ত)
- ✓ গরমিল (গর + মিল)

শব্দ

❖ অর্থের দিক থেকে বাংলা শব্দ ৩ প্রকার।

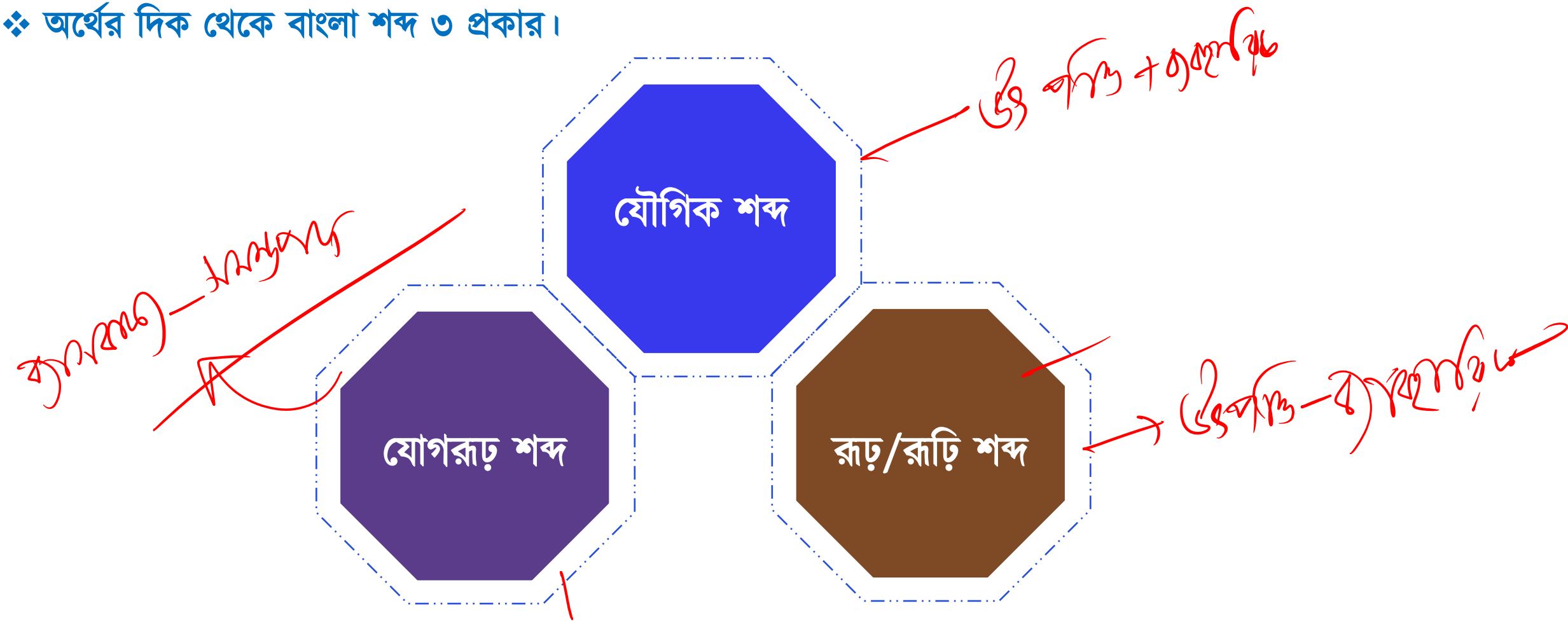

❖ অর্থমূলক শ্রেণিবিভাগ

❑ **যৌগিক শব্দ:** যে সকল শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থ একই রকম, সেগুলোকে যৌগিক শব্দ বলে।

মূল শব্দ	ব্যুৎপত্তিগত অর্থ	ব্যবহারিক অর্থ
গায়ক (গৈ + ণক/অক)	গান করে যে	গান করে যে
কর্তব্য (কৃ + তব্য)	যা করা উচিত	যা করা উচিত
পাগলামি (পাগল + আমি)	পাগলের মতো স্বভাব	পাগলের মতো স্বভাব
দৌহিত্র (দুহিতা + ষ্ণ্য)	কন্যার পুত্র, নাতি	কন্যার পুত্র, নাতি

➢ **এরূপ:** বাবুয়ানা, মিতালি, মধুর, চিকামারা।

শব্দ

❑ **রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ:** যে শব্দ প্রত্যয় বা উপসর্গযোগে মূল শব্দের অর্থের অনুগামী না হয়ে অন্য কোনো বিশিষ্ট অর্থ জ্ঞাপন করে, তাকে রূঢ়ি শব্দ বলে।

মূল শব্দ	ব্যুৎপত্তিগত অর্থ	ব্যবহারিক অর্থ
বাঁশি	বাঁশ দিয়ে তৈরি যেকোন বস্তু	বাদ্যযন্ত্র
প্রবীণ	প্রকৃষ্টরূপে বীণা বাজাতে পারেন যিনি	অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বয়স্ক ব্যক্তি
সন্দেশ	সংবাদ	মিষ্টান্ন বিশেষ
তৈল	তিলজাত স্নেহ পদার্থ	যেকোনো উদ্ভিজ্জজাত স্নেহ পদার্থ

শব্দ

❑ **যোগরূঢ় শব্দ:** সমাস নিষ্পন্ন যে সকল শব্দ সম্পূর্ণভাবে সমস্যমান পদসমূহের অনুগামী না হয়ে কোনো বিশিষ্ট অর্থ গ্রহণ করে, তাদের যোগরূঢ় শব্দ বলে।

মূল শব্দ	ব্যুৎপত্তিগত অর্থ/সমাস নিষ্পন্ন অর্থ	ব্যবহারিক অর্থ
পঙ্কজ	পঙ্কে জন্মে এমন উদ্ভিদ। **যেমন:** শৈবাল, শালুক, পদ্মফুল প্রভৃতি।	পদ্মফুল
রাজপুত	রাজার পুত্র	জাতি বিশেষ
মহাযাত্রা	মহাসমারোহে যাত্রা	মৃত্যু
জলধি	জল ধারণ করে এমন	সমুদ্র

উৎস/উৎপত্তি অনুসারে শব্দের প্রকারভেদ

শব্দ

❖ উৎসমূলক শ্রেণিবিভাগ

❑ **তৎসম শব্দ:** যেসব শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে সোজাসুজি বাংলায় এসেছে এবং যাদের রূপ অপরিবর্তিত রয়েছে, সেসব শব্দকে বলা হয় তৎসম শব্দ। তৎসম একটি পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থ [তৎ (তার) + সম (সমান)] – তার সমান অর্থাৎ সংস্কৃতের সমান। যেমন: চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, ভবন, ধর্ম, পাত্র, মনুষ্য ইত্যাদি।

❑ **অর্ধ-তৎসম শব্দ:** বাংলা ভাষায় কিছু সংস্কৃত শব্দ কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে ব্যবহৃত হয়। এগুলোকে বলে অর্ধ-তৎসম শব্দ। তৎসম মানে সংস্কৃত। আর অর্ধ-তৎসম মানে আধা সংস্কৃত।

তৎসম	অর্ধ-তৎসম	তৎসম	অর্ধ-তৎসম	তৎসম	অর্ধ-তৎসম
জ্যোৎস্না	জোছনা	চন্দ্র	চন্দ	বৈষ্ণব	বোষ্টম
শ্রাদ্ধ	ছেরাদ্দ	সূর্য	সুরুজ	প্রীতি	পিরিতি
কৃষ্ণ	কেষ্ট	পত্র	পত্তর	মিত্র	মিত্তির
গৃহিণী	গিন্নি	পুরোহিত	পুরুত	নিমন্ত্রণ	নেমন্তন্ন

শব্দ

❑ **তদ্ভব শব্দ:** যেসব শব্দের মূল সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যায়, কিন্তু ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তন ধারায় প্রাকৃতের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে আধুনিক বাংলা ভাষায় স্থান করে নিয়েছে, সেসব শব্দকে বলা হয় তদ্ভব শব্দ। তদ্ভব একটি পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থ, ['তৎ' (তার) থেকে 'ভব' (উৎপন্ন)] তার থেকে উৎপন্ন। যেমন:

সংস্কৃত	প্রাকৃত	তদ্ভব	সংস্কৃত	প্রাকৃত	তদ্ভব
চর্মকার	চম্মআর	চামার	প্রস্তর	পত্থর	পাথর
বৎস	বচ্ছ	বাছা	ভক্ত	ভত্ত	ভাত
বধূ	বহূ	বউ	হস্ত	হত্থ	হাত

✪ বাংলা ভাষার শতকরা **৫২টি** শব্দই তদ্ভব ও অর্ধ-তৎসম **(উৎস-** কতো নদী সরোবর, ড. হুমায়ুন আজাদ**)**।

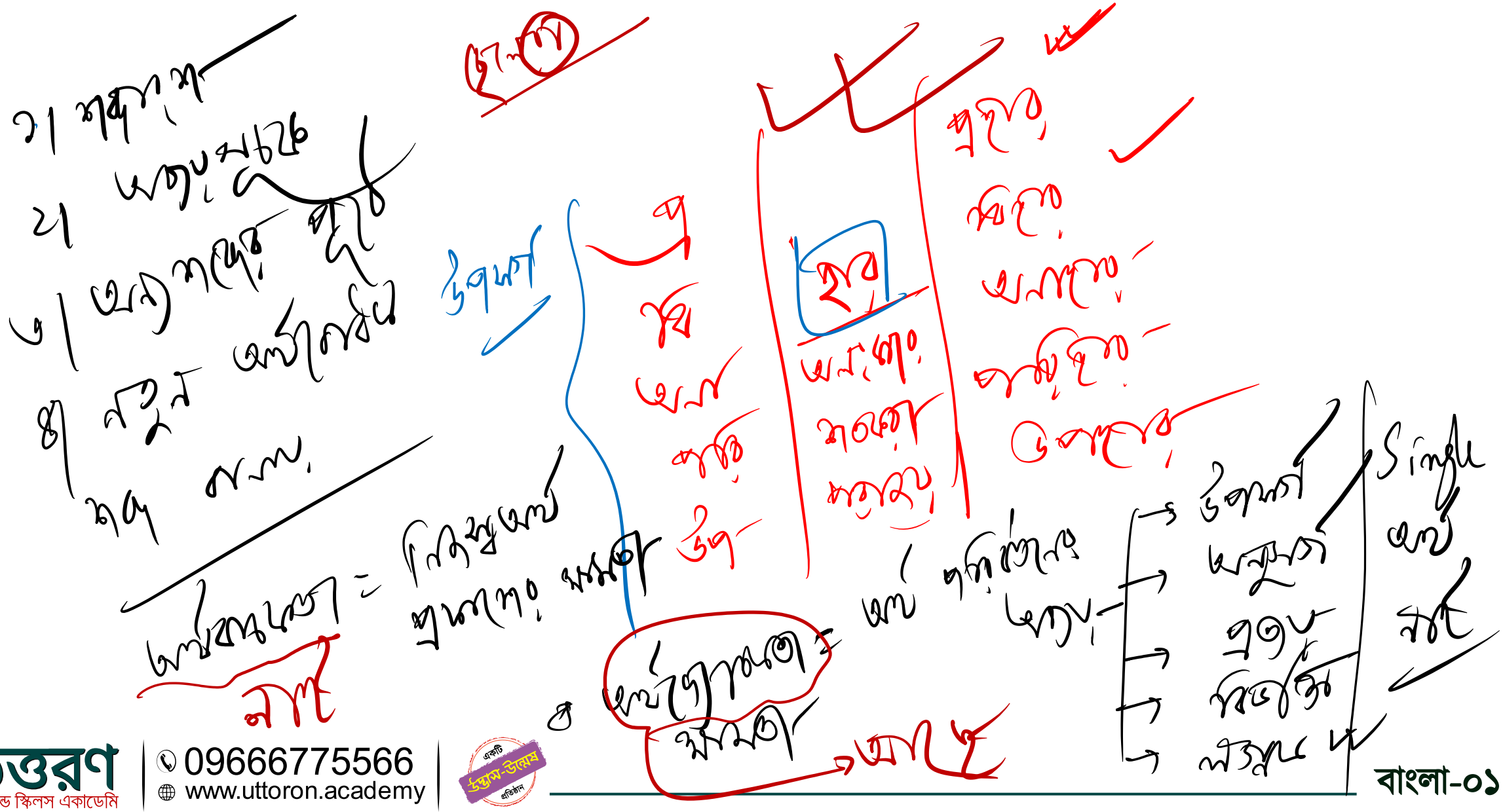

শব্দ

- **দেশি শব্দ:** বাংলাদেশের আদিম অধিবাসীদের (যেমন: কোল, মুন্ডা প্রভৃতি) ভাষা ও সংস্কৃতির কিছু কিছু উপাদান বাংলায় রক্ষিত রয়েছে। এসব শব্দকে দেশি শব্দ নামে অভিহিত করা হয়। অনেক সময় এসব শব্দের মূল নির্ধারণ করা যায় না; কিন্তু কোন ভাষা থেকে এসেছে তার হদিস মেলে। যেমন– কুড়ি (বিশ) – কোলভাষা; পেট (উদর) – তামিল ভাষা; চুলা (উনুন)- মুন্ডারি ভাষা। এরূপ – কুলা, গঞ্জ, চোঙ্গা, টোপর, ডাব, ডাগর, ঢেঁকি ইত্যাদি আরও বহু দেশি শব্দ বাংলায় ব্যবহৃত হয়।
- **বিদেশি শব্দ:** রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সংস্কৃতিগত ও বাণিজ্যিক কারণে বাংলাদেশে আগত বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের বহু শব্দ বাংলায় এসে স্থান করে নিয়েছে। এসব শব্দকে বলা হয় বিদেশি শব্দ। এসব বিদেশি শব্দের মধ্যে আরবি, ফারসি এবং ইংরেজি শব্দই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তৎকালের সমাজ জীবনের প্রয়োজনীয় উপকরণরূপে বিদেশি শব্দ এ দেশের ভাষায় গৃহীত হয়েছে। এছাড়াও পর্তুগিজ, ফরাসি, ওলন্দাজ, তুর্কি – এসব ভাষারও কিছু শব্দ একইভাবে বাংলা ভাষায় এসে গেছে। আমাদের পার্শ্ববর্তী ভারত, মিয়ানমার (বার্মা), মালয়, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশেরও কিছু শব্দ আমাদের ভাষায় প্রচলিত রয়েছে।

শব্দ গঠনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া (উপসর্গযোগে শব্দ গঠন)

❖ **উপসর্গের সাহায্যে শব্দ গঠন:** বাংলা ভাষায় এমন কতগুলো অব্যয়সূচক শব্দাংশ রয়েছে, যা স্বাধীন পদ হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে না। কিন্তু এগুলো অন্য শব্দের আগে বসে নতুন শব্দ গঠন করে, শব্দের অর্থের পরিবর্তন, সম্প্রসারণ বা সংকোচন করে। যেমন –

নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি	পরি + হার = পরিহার।
শব্দের অর্থের পূর্ণতা সাধন	পরি + শ্রান্ত = পরিশ্রান্ত।
শব্দের অর্থের সম্প্রসারণ	অতি + কায় = অতিকায়।
শব্দের অর্থের সংকোচন	কু + কাজ = কুকাজ।
শব্দের অর্থের পরিবর্তন	ইতি + কথা = ইতিকথা।

✓ ভাষায় ব্যবহৃত এসব অব্যয়সূচক শব্দাংশেরই নাম উপসর্গ। যেমন – 'কাজ' একটি শব্দ। এর আগে 'অ' অব্যয়টি যুক্ত হলে হয় 'অকাজ' – যার অর্থ নিন্দনীয় কাজ। এখানে অর্থের সংকোচন হয়েছে।

শব্দ গঠনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া (উপসর্গযোগে শব্দ গঠন)

❖ **বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বিভিন্ন উপসর্গ**

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বিভিন্ন উপসর্গ	
বাংলা উপসর্গ	২১ টি
সংস্কৃত উপসর্গ	২০ টি
আরবি উপসর্গ	০৬ টি
ফারসি উপসর্গ	১০টি
এছাড়াও ইংরেজি উপসর্গ (prefix) রয়েছে	

শব্দ গঠনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া (উপসর্গযোগে শব্দ গঠন)

❖ **বাংলা উপসর্গ- বাংলা উপসর্গ মোট একুশটি:** অ, অঘা, অজ, অনা, আ, আড়, আন, আব, ইতি, ঊন (ঊনা), কদ, কু, নি, পাতি, বি, ভর, রাম, স, সা, সু, হা।

➢ **বাংলা উপসর্গযোগে শব্দ গঠন**

উপসর্গযোগে শব্দ গঠন করুন

উপসর্গ	অর্থদ্যোতকতা	উদাহরণ
অ	নিন্দিত	অকেজো, অচেনা, অপয়া
	অভাব	অচিন, অজানা, অথৈ
	ক্রমাগত	অঝোর, অঝোরে
অঘা	বোকা	অঘারাম, অঘাচণ্ডী
অজ	নিতান্ত (মন্দ)	অজপাড়াগাঁ, অজমূর্খ, অজপুকুর
অনা	অভাব	অনাবৃষ্টি, অনাদর
	ছাড়া	অনাসৃষ্টি, অনাচার
	অশুভ	অনামুখো
আ	অভাব	আকাঁড়া, আধোয়া, আলুনি
	বাজে, নিকৃষ্ট	আকাঠা, আগাছা

উপসর্গ	অর্থদ্যোতকতা	উদাহরণ
আড়	বক্র	আড়চোখে, আড়নয়নে
	আধা, প্রায়	আড়ক্ষ্যাপা, আড়মোড়া, আড়পাগলা
আব	অস্পষ্টতা	আবছায়া, আবডাল
ইতি	এ বা এর	ইতিকর্তব্য, ইতিপূর্বে
	পুরনো	ইতিকথা, ইতিহাস
ঊন (ঊনা)	কম	ঊনপাঁজুরে
কদ্	নিন্দিত	কদবেল, কদর্য, কদাকার
কু	কুৎসিত/ অপকর্ম	কুঅভ্যাস, কুকথা, কুনজর, কুসঙ্গ

শব্দ গঠনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া (উপসর্গযোগে শব্দ গঠন)

❖ **তৎসম (সংস্কৃত) উপসর্গ- তৎসম উপসর্গ বিশটি:** প্র, পরা, অপ, সম, নি, অনু, অব, নির, দুর, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অতি, অপি, অভি, উপ, আ। তৎসম উপসর্গ তৎসম (সংস্কৃত) শব্দের আগে বসে।

➢ **বাংলা উপসর্গযোগে শব্দ গঠন**

উপসর্গ	যে অর্থে ব্যবহৃত	উদাহরণ
প্র	প্রকৃষ্ট/সম্যক	প্রভাব, প্রচলন, প্রস্ফুটিত
	খ্যাতি	প্রসিদ্ধ, প্রতাপ, প্রভাব
	আধিক্য	প্রগাঢ়, প্রচার, প্রবল, প্রসার
	গতি	প্রবেশ, প্রস্থান
পরা	আতিশয্য	পরাকাষ্ঠা, পরাক্রান্ত, পরায়ণ
	বিপরীত	পরাজয়, পরাভব
অপ	বিপরীত	অপমান, অপকার, অপচয়, অপবাদ
	নিকৃষ্ট	অপসংস্কৃতি, অপকর্ম, অপসৃষ্টি, অপযশ
	স্থানান্তর	অপসারণ, অপহরণ, অপনোদন
নি	নিষেধ	নিবৃত্তি
	আতিশয্য	নিদাঘ, নিদারুণ
	অভাব	নিষ্কলুষ, নিষ্কাম

উপসর্গ	যে অর্থে ব্যবহৃত	উদাহরণ
বি	বিশেষ রূপে	বিধৃত, বিশুদ্ধ, বিজ্ঞান, বিবস্ত্র
	অভাব	বিনিদ্র, বিবর্ণ, বিশৃঙ্খল, বিফল
সু	উত্তম	সুকণ্ঠ, সুকৃতি, সুচরিত্র, সুপ্রিয়, সুনীল
	সহজ	সুগম, সুসাধ্য, সুলভ
	আতিশয্য	সুচতুর, সুকঠিন, সুধীর, সুনিপুণ, সুতীক্ষ্ণ
পরি	বিশেষ রূপ	পরিপক্ক, পরিপূর্ণ, পরিবর্তন
	শেষ	পরিশেষ
	সম্যক রূপে	পরিশ্রান্ত, পরীক্ষা, পরিমাণ
প্রতি	সদৃশ	প্রতিমূর্তি, প্রতিধ্বনি
	বিরোধ	প্রতিবাদ, প্রতিদ্বন্দ্বী
	অনুরূপ কাজ	প্রতিঘাত, প্রতিদান, প্রত্যুপকার
উপ	সামীপ্য	উপকূল, উপকণ্ঠ
	সদৃশ	উপদ্বীপ, উপবন

শব্দ গঠনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া (উপসর্গযোগে শব্দ গঠন)

❑ বিদেশি উপসর্গ-

❖ **আরবি উপসর্গ (০৬):** আম, খাস, লা, গর, বাজে, খয়ের।

➢ **আরবি উপসর্গ যোগে শব্দ গঠন-**

উপসর্গ	যে অর্থে প্রযুক্ত	উদাহরণ
আম্	সাধারণ	আমদরবার, আমমোক্তার
খাস	বিশেষ	খাসমহল, খাসখবর, খাসকামরা, খাসদরবার
লা	না	লাজওয়াব, লাখেরাজ, লাওয়ারিশ, লাপাত্তা
গর্	অভাব	গরমিল, গরহাজির, গররাজি

শব্দ গঠনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া (উপসর্গযোগে শব্দ গঠন)

❖ ফারসি উপসর্গ (১০টি)

➲ ফারসি দেশের বর বলেছে, ফি-বছর বদ নিমের দরকার কম হবে না।

উদাহরণ-

উপসর্গ	যে অর্থে প্রযুক্ত	উদাহরণ
কার্	কাজ	কারখানা, কারসাজি, কারচুপি, কারবার, কারদানি
দর্	মধ্যস্থ, অধীন	দরপত্তনি, দরপাট্টা, দরদালান
না	না	নাচার, নারাজ, নামঞ্জুর, নাখোশ, নালায়েক
নিম্	আধা	নিমরাজি, নিমখুন
ফি	প্রতি	ফি – রোজ, ফি – হপ্তা, ফি – বছর, ফি – সন, ফি – মাস
বদ্	মন্দ	বদমেজাজ, বদরাগী, বদমাশ, বদহজম, বদনাম
বে	না	বেয়াদব, বেআক্কেল, বেকসুর, বেকায়দা, বেগতিক, বেতার, বেকার
বর্	বাইরে, মধ্যে	বরখাস্ত, বরখেলাপ, বরবাদ
ব্	সহিত	বমাল, বনাম, বকলম
কম্	স্বল্প	কমজোর, কমবখ্‌ত

শব্দ গঠনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া (উপসর্গযোগে শব্দ গঠন)

❖ ইংরেজি উপসর্গ

উপসর্গ	যে অর্থে প্রযুক্ত	উদাহরণ
ফুল	পূর্ণ	ফুল – হাতা, ফুল – শার্ট, ফুল – বাবু, ফুল – প্যান্ট
হাফ	আধা	হাফ – হাতা, হাফ – টিকেট, হাফ – স্কুল, হাফ – প্যান্ট
হেড	প্রধান	হেড – মাস্টার, হেড – অফিস, হেড – পণ্ডিত, হেড – মৌলবি
সাব	অধীন	সাব – অফিস, সাব – জজ, সাব – ইন্সপেক্টর

শব্দ গঠনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া (প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন)

যে শব্দকে বা কোনো শব্দের যে অংশকে আর কোনো ক্ষুদ্রতর অংশে ভাগ করা যায় না, তাকে প্রকৃতি বলে। আর প্রকৃতির সঙ্গে যে ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টি যুক্ত হয় তাকে বলে প্রত্যয়। শব্দ বা ধাতুর পরে প্রত্যয় যোগ করে নতুন অর্থবোধক শব্দ গঠন করা যায়। এই প্রক্রিয়ায় সাধারণত দুভাবে শব্দ গঠিত হয়ে থাকে।

➢ **প্রত্যয় দুই প্রকার-**

(i) **কৃৎ প্রত্যয়:** এটি ধাতু বা ক্রিয়া প্রকৃতির পরে যুক্ত হয়।

➲ যেমন: √চল্ + অন্ত = চলন্ত।

(ii) **তদ্ধিত প্রত্যয়:** এটি শব্দ বা নাম মূলের পরে যুক্ত হয়।

➲ যেমন: ঢাকা + আই = ঢাকাই।

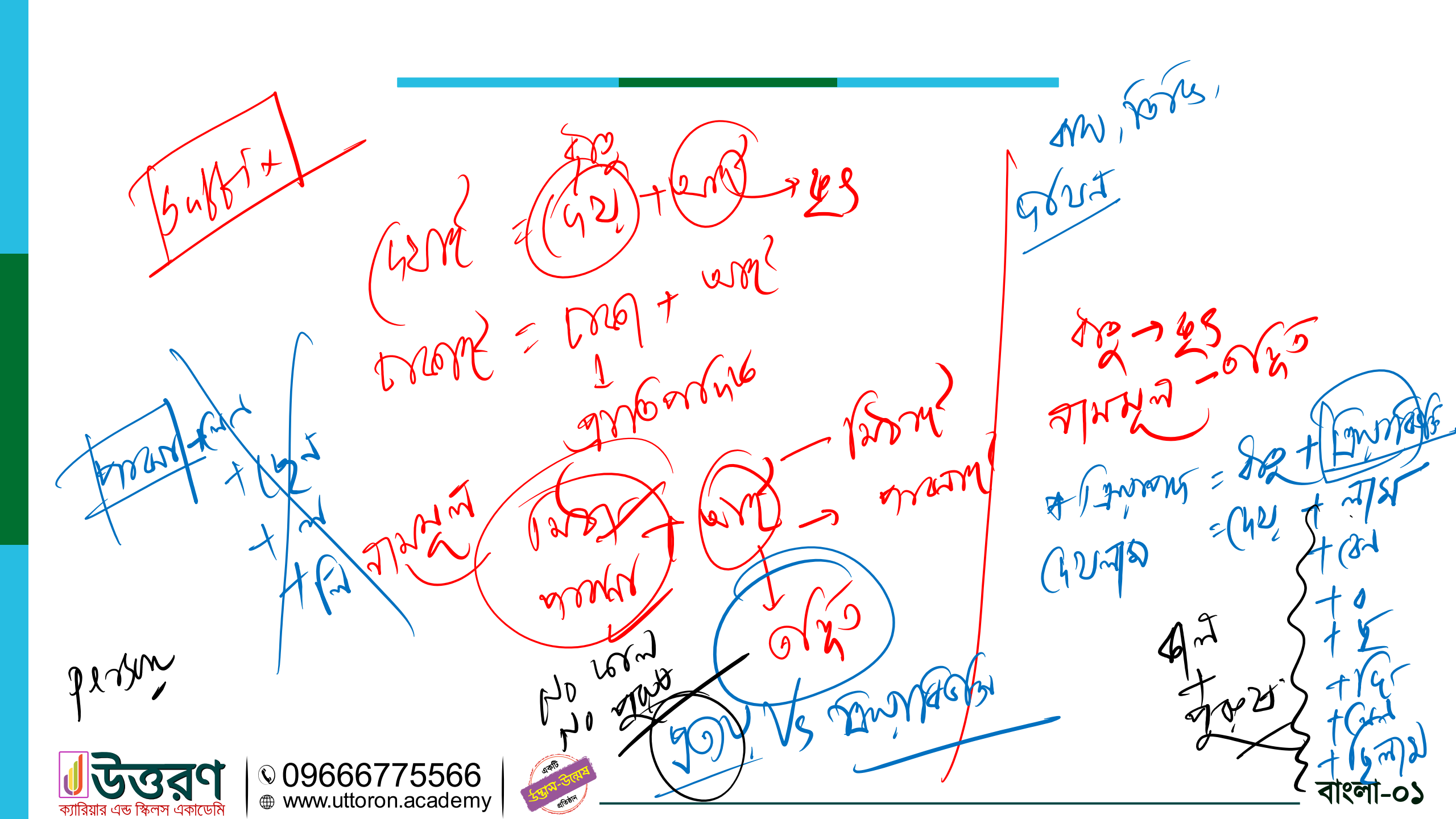

শব্দ গঠনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া (প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন)

❖ বাংলা কৃৎ প্রত্যয় যোগে গঠিত শব্দ

প্রত্যয় সাধিত শব্দ	মূল শব্দ
√চল + অন্ত	চলন্ত
√চল + অন	চলন
√কিন্ + আ	কেনা
√রাধ্ + উনি	রাধুনি
√কাদ্ + না	কান্না
√খেল + অনা	খেলনা
√ডুব + উরি	ডুবুরি
√শিখ + আই	শিখাই
√পঠ + অক	পাঠক

❖ বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে গঠিত শব্দ--

প্রত্যয় সাধিত শব্দ	মূল শব্দ
বাঘ + আ	বাঘা
হাত + আ	হাতা
কানু + আই	কানাই
মিঠা + আই	মিঠাই
মনু + ষ্ণ	মানব
বাবু + আনা	বাবুআনা/বাবুয়ানা
দার + ওয়ান	দারোয়ান
কারি + গর	কারিগর
বাগ + চা	বাগিচা
শিশু + ষ্ণ	শৈশব

শব্দ গঠনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া (প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন)

❖ সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দ

অনট্-প্রত্যয়	√নী + অনট্ = √নী + অন>নে + অন = নয়ন, √শ্রু + অনট্ = √শ্রু + অন = শ্রবণ।
ক্ত-প্রত্যয়	√জ্ঞা + ক্ত (জ্ঞা + ত) = জ্ঞাত, √খ্যা + ক্ত = খ্যাত।
ক্তি-প্রত্যয়	√গম্+ ক্তি = √গম্+তি=গতি।
ণিন-প্রত্যয়	√গ্রহ + ণিন = গ্রাহী, √পা + ণিন = পায়ী। এরূপ – কারী, দ্রোহী, সত্যবাদী, ভাবী, স্থায়ী, গামী।
ইন্-প্রত্যয়	√শ্রম্ + ইন্ = শ্রমী।
অল্-প্রত্যয়	√জি + অল্ = জয়, √ক্ষি + অল্ = ক্ষয়। এরূপ – ভয়, নিচয়, বিনয়, বিলয়।

❖ সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দ

ইত-প্রত্যয়	কুসুম + ইত = কুসুমিত, তরঙ্গ + ইত = তরঙ্গিত, কণ্টক + ইত = কণ্টকিত।
ইমন্-প্রত্যয়	নীল + ইমন = নীলিমা, মহৎ + ইমন = মহিমা।
তা ও ত্ব-প্রত্যয়	বন্ধু + তা = বন্ধুতা, শত্রু + তা = শত্রুতা, বন্ধু + ত্ব = বন্ধুত্ব, গুরু + ত্ব = গুরুত্ব, ঘন + ত্ব = ঘনত্ব।
তর ও তম-প্রত্যয়	মধুর – মধুরতর, মধুরতম। প্রিয় – প্রিয়তর, প্রিয়তম।
নীন (ঈন্)-প্রত্যয়	সর্বজন + নীন = সর্বজনীন, কুল + নীন = কুলীন, নব + নীন = নবীন।

সমাসযোগে শব্দ গঠন

❖ **সমাস:** সমাস শব্দের অর্থ মিলন, সংক্ষেপণ, একাধিক পদের একপদীকরণ। পাশাপাশি – অর্থ সংগতি বিশিষ্ট দুই বা ততোধিক পদের একপদে পরিণত হওয়াকে সমাস বলে। শব্দ গঠনের অন্যতম উপায় সমাস। সমাস দ্বারা দুই বা ততোধিক পদের সমন্বয়ে নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি হয়। যেকোনো দুই বা ততোধিক পদকে একপদ করলেই তা সমাসঘটিত শব্দ হবে না। যেসব পদ নিয়ে সমাস তৈরি হয় তাদের মধ্যে অর্থের মিল এবং পদগুলো পরস্পরের মধ্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকতে হবে, যাতে করে পদগুলো দ্বারা একটি বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশ পায়। **যেমন –**

➲ মহান যে নবী = মহানবী

➲ পদ্ম নাভিতে যার = পদ্মনাভ

➲ সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন।

সমাসযোগে শব্দ গঠন

সমাসের কয়েকটি পরিভাষা	
সমস্তপদ	সমাসবদ্ধ বা সমাস নিষ্পন্ন পদটির নাম সমস্তপদ।
সমস্যমান পদ	যে যে পদে সমাস হয়, তাদের প্রত্যেককে সমস্যমান পদ বলে।
পূর্বপদ	সমাসযুক্ত পদের প্রথম অংশকে পূর্বপদ বলে।
পরপদ	সমাসযুক্ত পদের পরবর্তী অংশকে বলা হয় পরপদ/উত্তরপদ।
সমাসবাক্য/বিগ্রহবাক্য/ব্যাসবাক্য	সমস্ত পদকে ভাঙলে যে বাক্যাংশ পাওয়া যায় তাকে বলা হয় ব্যাসবাক্য।

সমাসযোগে শব্দ গঠন

❑ সমাসযোগে শব্দ গঠনের উদাহরণ:

❖ দ্বন্দ্ব সমাস দ্বারা:

✓ ভাই ও বোন = ভাই-বোন, জায়া ও পতি = দম্পতি।

❖ কর্মধারয় সমাস দ্বারা:

✓ সাহিত্য বিষয়ক সভা = সাহিত্যসভা, তুষারের ন্যায় শুভ্র = তুষারশুভ্র, মুখ চন্দ্রের ন্যায় = চন্দ্রমুখ, কুমারী ফুলের ন্যায় = ফুলকুমারী, মন রূপ মাঝি = মনমাঝি, বিষাদ রূপ সিন্ধু = বিষাদসিন্ধু ইত্যাদি।

❖ তৎপুরুষ সমাস দ্বারা:

✓ বিপদকে আপন্ন = বিপদাপন্ন, শ্রম দ্বারা লব্ধ = শ্রমলব্ধ, বসতের নিমিত্ত বাড়ি = বসতবাড়ি, বিয়ের জন্য পাগলা = বিয়েপাগলা ইত্যাদি।

সমাসযোগে শব্দ গঠন

❖ বহুব্রীহি সমাস দ্বারা:

✓ বহুব্রীহি = বহু ব্রীহি (ধান) আছে যার, নীল কণ্ঠ যার = নীলকণ্ঠ, আশীতে (দাঁতে) বিষ যার = আশীবিষ, বিড়ালের চোখের ন্যায় চোখ যে নারীর = বিড়ালচোখী, হাতে হাতে যে যুদ্ধ = হাতাহাতি, গায়ে হলুদ দেয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = গায়েহলুদ ইত্যাদি।

❖ দ্বিগু সমাস দ্বারা:

✓ তিন কালের সমাহার = ত্রিকাল, চৌরাস্তার সমাহার = চৌরাস্তা ইত্যাদি।

❖ অব্যয়ীভাব সমাস দ্বারা:

✓ দিন দিন = প্রতিদিন, কণ্ঠের সমীপে = উপকণ্ঠ, বনের সদৃশ = উপবন, বিরুদ্ধ বাদ = প্রতিবাদ, পশ্চাৎ গমন = অনুগমন, ঈষৎ রক্তিম = আরক্তিম, অক্ষির অগোচরে = পরোক্ষ ইত্যাদি।

দ্বিরুক্তির মাধ্যমে শব্দ গঠন

❖ **দ্বিরুক্ত শব্দ:** দ্বিরুক্ত কথাটির অর্থ দু'বার বলা হয়েছে এমন। কোন শব্দ একবার বললে যে অর্থ প্রদান করে দু'বার বললে তার থেকে আলাদা অর্থ প্রদান করে। দ্বিরুক্ত শব্দের মাধ্যমেও **নতুন অর্থবোধক শব্দ** তৈরী হতে পারে।

❖ দ্বিরুক্তি প্রধানত **৩ প্রকার**। **যথা–**

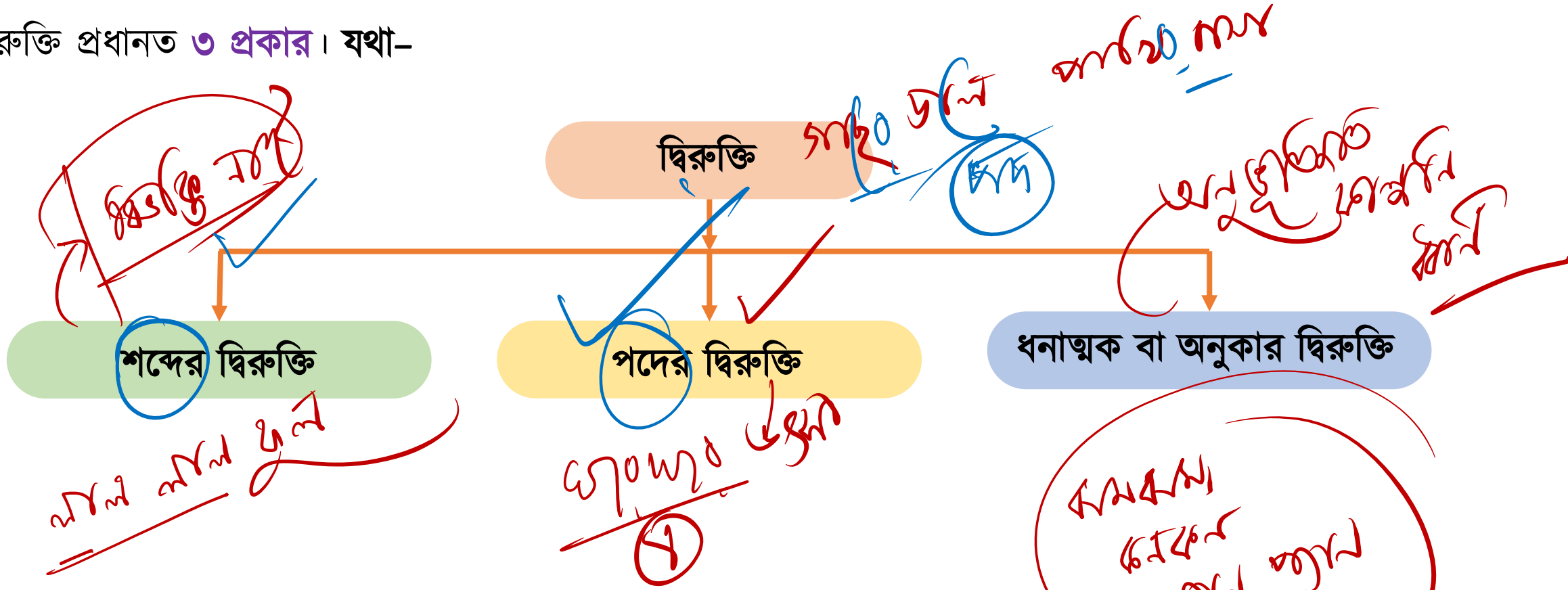

দ্বিরুক্তির মাধ্যমে শব্দ গঠন

✪ **শব্দের দ্বিরুক্তিঃ** সাধারণত **বিভক্তিহীন** শব্দের দ্বিরুক্তি এটি। উদাহরণ–

➢ **লাল লাল** ফুল। ➢ **বড় বড়** আম। ➢ **ছোট ছোট** ডাল কেটে ফেল।

✪ **পদের দ্বিরুক্তিঃ** বিভক্তি যুক্ত শব্দকে পদ বলে। তাই বিভক্তি যুক্ত **শব্দের দ্বিরুক্তিই** পদের দ্বিরুক্তি। উদাহরণ–

➢ **ঘরে ঘরে** নবান্নের উৎসব হচ্ছে। ➢ **দেশে দেশে** ধন্য ধন্য করতে লাগল।

✪ **ধ্বন্যাত্মক বা অনুকার দ্বিরুক্তিঃ** কোনো কিছুর স্বাভাবিক বা কাল্পনিক অনুকৃতিবিশিষ্ট শব্দ বলে। উদাহরণ –

➢ মাছি **ভন ভন** করছে। ➢ রোদের কিরণ লেগে করে **ঝিকিমিকি**।

✪ **বাগ্‌ধারায়ও দ্বিরুক্তি** প্রয়োগ হতে পারে। উদাহরণ –

➢ ছেলেটিকে **চোখে চোখে** রেখ। ➢ লোকটা **হাড়ে হাড়ে** শয়তান।

পদাশ্রিত নির্দেশকের মাধ্যমে শব্দ গঠন

❖ **পদাশ্রিত নির্দেশক:** কয়েকটি অব্যয় বা প্রত্যয় কোনো না কোনো পদের আশ্রয়ে বা পরে সংযুক্ত হয়ে নির্দিষ্টতা জ্ঞাপন করে, এগুলোকে পদাশ্রিত অব্যয় বা পদাশ্রিত নির্দেশক বলে। বাংলায় নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক প্রত্যয় ইংরেজি Definite Article 'The' – এর স্থানীয়। **বচনভেদে** পদাশ্রিত নির্দেশকেরও **বিভিন্নতা** প্রযুক্ত হয়।

(ক) একবচনে- টা, টি, খানা, খানি, গাছা, গাছি ইত্যাদি নির্দেশক ব্যবহৃত হয়।

➲ **যেমন–** টাকাটা, বাড়িটা, কাপড়খানা, **বইখানি,** লাঠিগাছা, **চুড়িগাছি** ইত্যাদি।

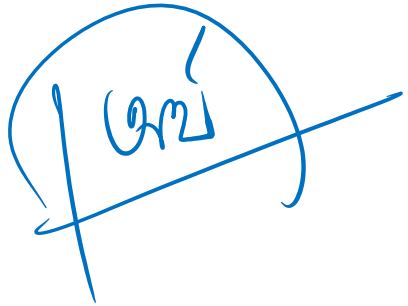

(খ) বহুবচনে- গুলি, গুলা, গুলো, গুলিন প্রভৃতি নির্দেশক প্রত্যয় সংযুক্ত হয়।

➲ **যেমন–** মানুষগুলি, লোকগুলো, আমগুলো, **পটলগুলিন** ইত্যাদি।

বচনের মাধ্যমে শব্দ গঠন

❖ **বচন:** 'বচন' ব্যাকরণের একটি **পারিভাষিক শব্দ**। এর অর্থ সংখ্যার ধারণা। ব্যাকরণে বিশেষ্য বা সর্বনামের সংখ্যাগত ধারণা প্রকাশের উপায়কে বলে বচন। বাংলা ভাষায় বচন **দুই** প্রকার:

(ক) একবচন

(খ) বহুবচন

(ক) একবচন: যে শব্দ দ্বারা কোনো প্রাণী, বস্তু বা ব্যক্তির একটিমাত্র সংখ্যার ধারণা হয়, তাকে একবচন বলে।

➲ **যেমন–** **সে এলো** । মেয়েটি স্কুলে যায়নি।

(খ) বহুবচন: যে শব্দ দ্বারা কোনো প্রাণী, বস্তু বা ব্যক্তির একের অধিক অর্থাৎ বহু সংখ্যার ধারণা হয়, তাকে বহু বচন বলে ।

➲ **যেমন–** তারা গেল। **মেয়েরা** এখনও আসেনি।

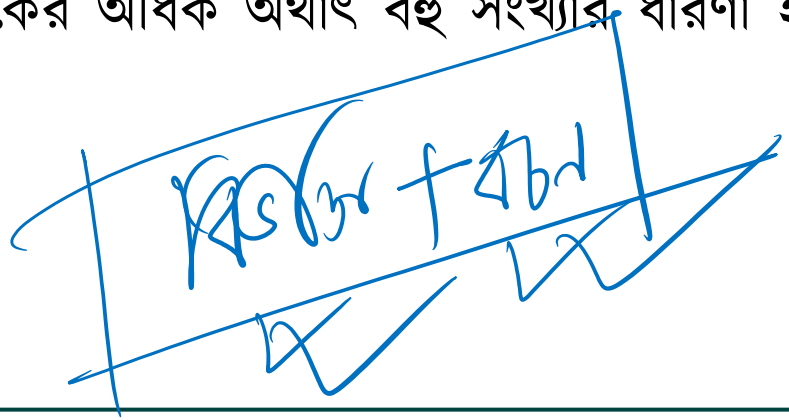

পদ প্রকরণ

➢ **সাধারণভাবে পদ প্রধানত দুই প্রকার:** সব্যয় পদ ও অব্যয় পদ।

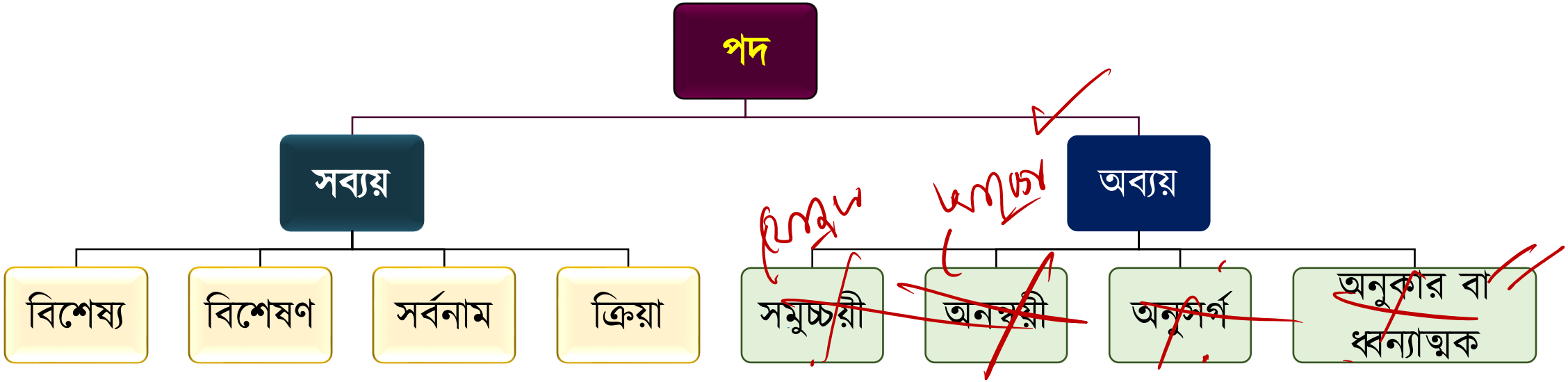

❖ বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণে পদকে ৮টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। **যথা-**

১। বিশেষ্য
২। বিশেষণ
৩। সর্বনাম
৪। ক্রিয়া
৫। ক্রিয়া বিশেষণ
৬। যোজক
৭। অনুসর্গ
৮। আবেগ শব্দ

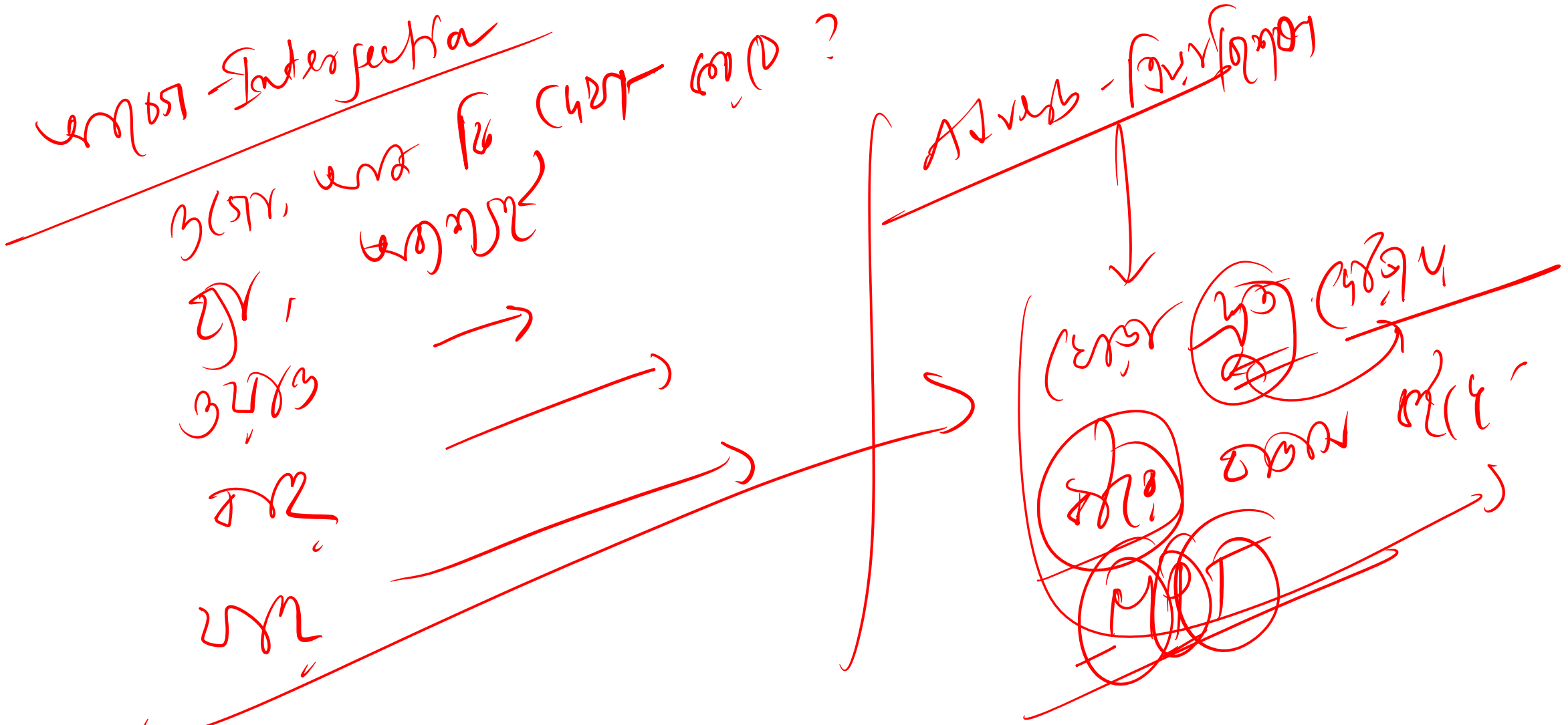

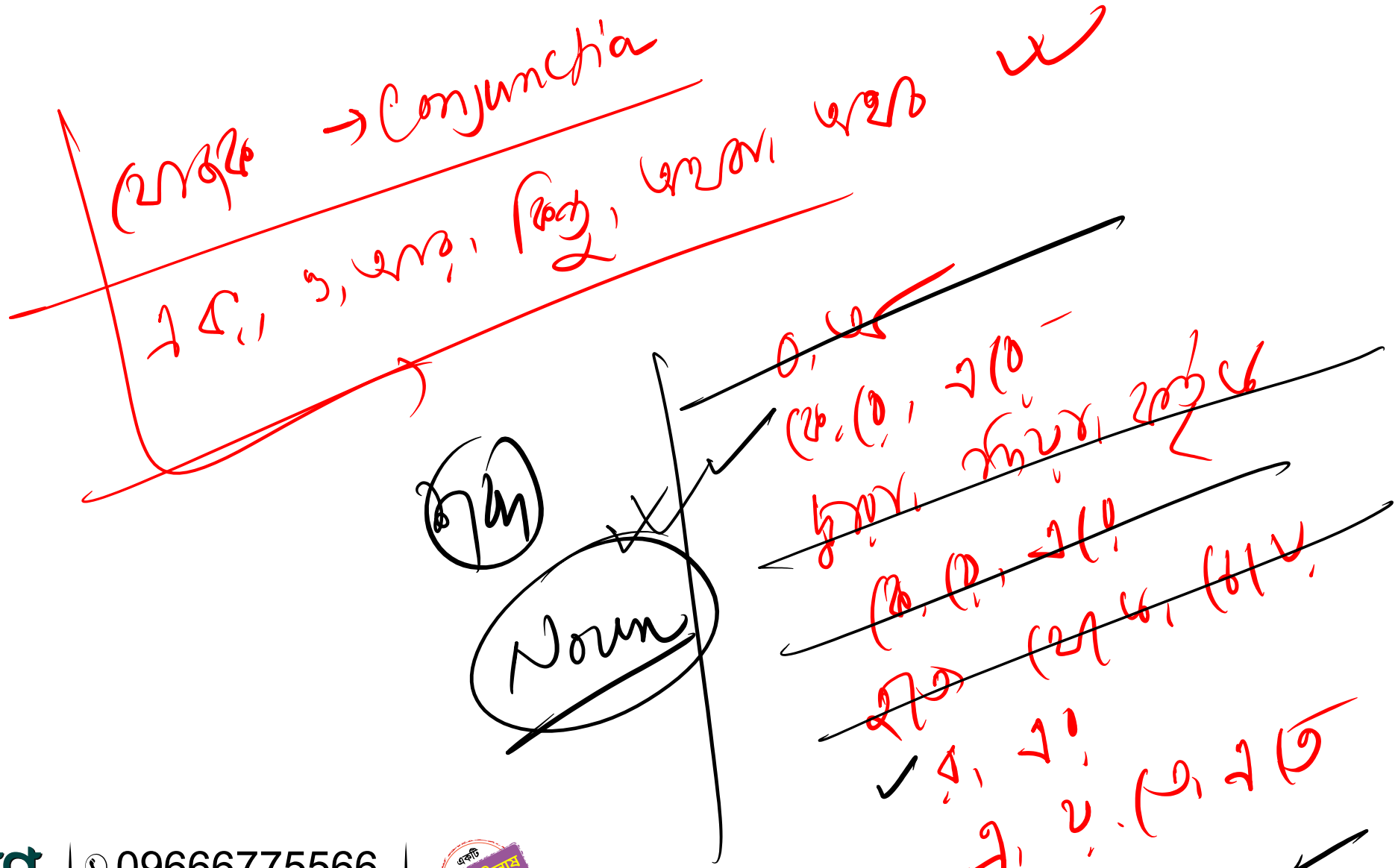
Noun

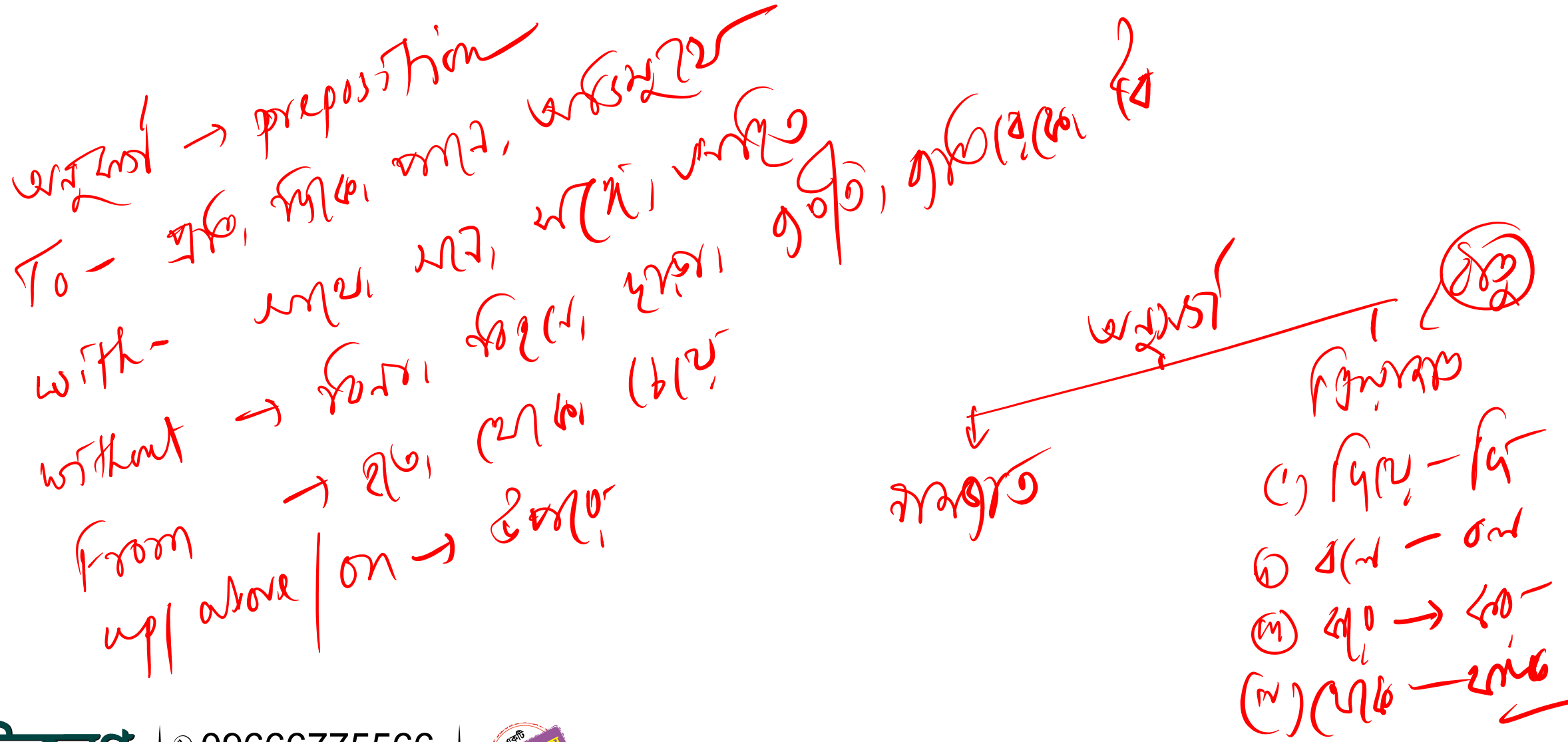

পদ প্রকরণ

তুখোড় বিজ্ঞানীরা মানুষের জীবনকে সহজ ও আরামদায়ক করার জন্য অসংখ্য প্রযুক্তির উদ্ভাবন করেছেন এবং তাঁরা তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

আলোচ্য বাক্যটিতে–

১. বিশেষ্য	বিজ্ঞানী, মানুষ, জীবন, প্রযুক্তি, গবেষণা।
২. বিশেষণ	তুখোড়, সহজ, আরামদায়ক, বুদ্ধিবৃত্তিক, অসংখ্য।
৩. সর্বনাম	তাঁরা, তাঁদের।
৪. ক্রিয়া	করা, চালিয়ে যাওয়া (যৌগিক ক্রিয়া), উদ্ভাবন করেছেন (মিশ্র ক্রিয়া)।
৫. অব্যয়	ও, জন্য, এবং।

পদ প্রকরণ

❖ **বিশেষ্য পদ:** বিশেষ্য পদকে ৬ ভাগে ভাগ করা যায়-

(i) সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য (Proper Noun):- আনিস, ঢাকা, হিমালয়, গীতাঞ্জলি ইত্যাদি।

(ii) জাতিবাচক বিশেষ্য (Common Noun):- মানুষ, পাখি, পর্বত, শহর ইত্যাদি।

(iii) বস্তুবাচক বিশেষ্য (Material Noun):- খাতা, কলম, মাটি, চিনি, লবণ, পানি ইত্যাদি।

(iv) সমষ্টিবাচক বিশেষ্য (Collective Noun):- সভা, জনতা, সমিতি, মাহফিল, পঞ্চায়েত ইত্যাদি।

(v) ভাববাচক/ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য (Verbal Noun): - গমন(যাওয়া কাজ), দর্শন (দেখার কাজ), ভোজন (খাওয়ার কাজ), শয়ন (শোয়ার কাজ)।

(vi) গুণবাচক বিশেষ্য (Abstract Noun):- সততা, ভদ্রতা, যৌবন, মধুরতা, তারুণ্য, সুখ ইত্যাদি। সাধারণত গুণবাচক বিশেষ্যের শেষে, তা, ত্ব, য, ইত্যাদি থাকে।

পদ প্রকরণ

❖ বিশেষণ পদ-

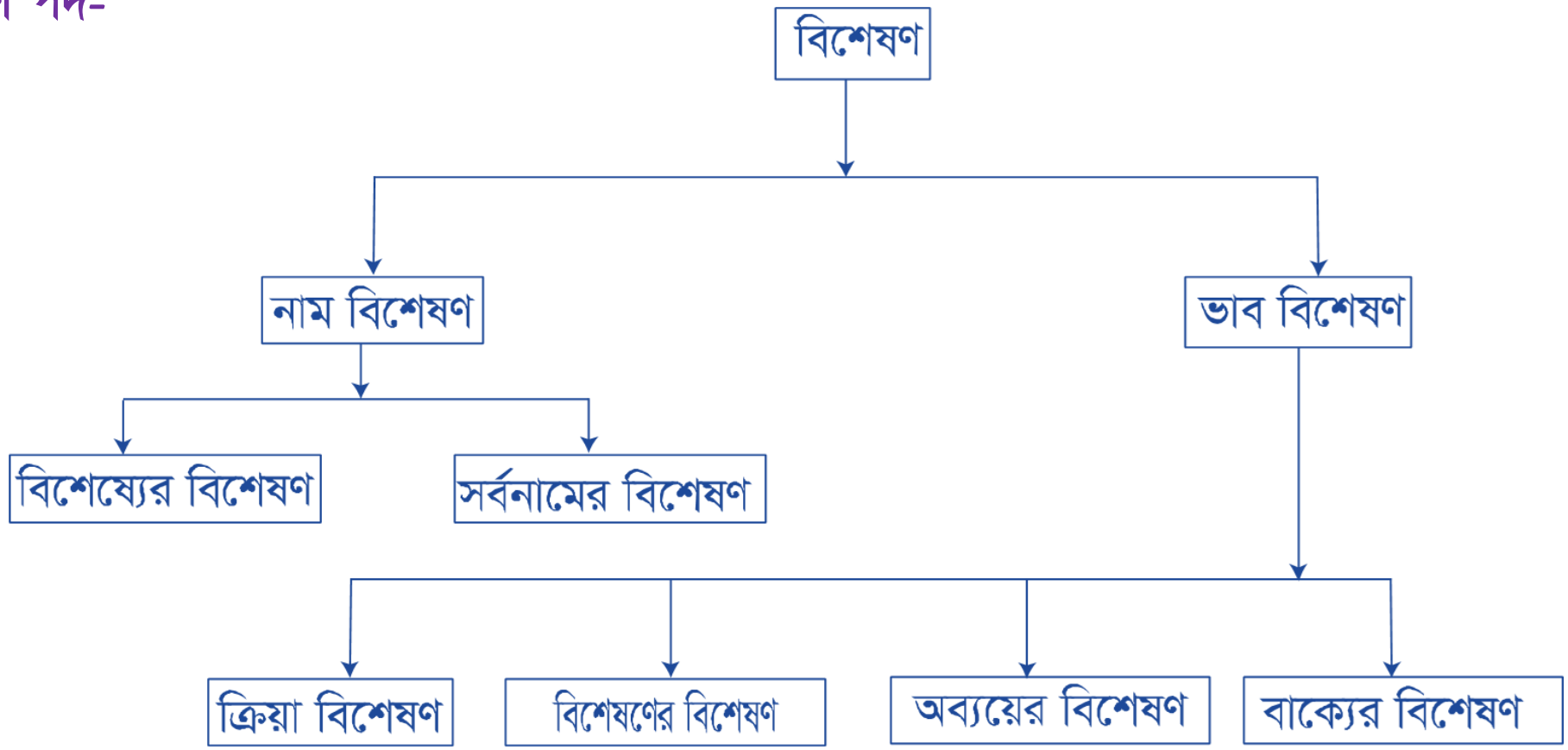

পদ প্রকরণ

❑ **নাম বিশেষণ: যে বিশেষণ পদ কোনো বিশেষ্য বা সর্বনাম** পদকে বিশেষিত করে তাকে নাম বিশেষণ বলে।

- **বিশেষ্যের বিশেষণ:** সুস্থ সবল দেহকে কে না ভালোবাসে?
- **সর্বনামের বিশেষণ:** সে রূপবান ও গুণবান।

❖ নাম বিশেষণের প্রকারভেদ

রূপবাচক	নীল আকাশ, সবুজ মাঠ, কালো মেঘ।	**পরিমাণবাচক**	বিঘাটেক জমি, পাঁচ শতাংশ ভূমি।
গুণবাচক	চৌকস লোক, দক্ষ কারিগর, ঠান্ডা হাওয়া।	**অংশবাচক**	অর্ধেক সম্পত্তি, ষোল আনা দখল, সিকি পথ।
অবস্থাবাচক	তাজা মাছ, রোগা ছেলে, খোঁড়া পা।	**উপাদানবাচক**	বেলে মাটি, মেটে কলসি, পাথুরে মূর্তি।
সংখ্যাবাচক	হাজার লোক, দশ দশা, শ টাকা।	**প্রশ্নবাচক**	কত দূর পথ? কেমন অবস্থা?
ক্রমবাচক	দশম শ্রেণি, সত্তর পৃষ্ঠা, প্রথমা কন্যা।	**নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক**	এই লোক, সেই ছেলে, ছাব্বিশে মার্চ।

পদ প্রকরণ

❑ **ভাব বিশেষণ:** যে পদ বিশেষ্য ও সর্বনাম ভিন্ন অন্য পদকে বিশেষিত করে তাকে ভাব বিশেষণ বলে। ভাব বিশেষণ ৪ প্রকার। যথা – (১) ক্রিয়া বিশেষণ (২) বিশেষণীয় বিশেষণ (৩) অব্যয়ের বিশেষণ (৪) বাক্যের বিশেষণ

ক্রিয়া বিশেষণ	যে পদ ক্রিয়া সংঘটনের ভাব, কাল বা রূপ নির্দেশ করে তাকে ক্রিয়া বিশেষণ বলে। **যেমন- ক্রিয়া সংঘটনের ভাব :** ধীরে ধীরে বায়ু বয়। **ক্রিয়া সংঘটনের কাল:** পরে একবার এসো।
বিশেষণীয় বিশেষণ	যে পদ নাম বিশেষণ অথবা ক্রিয়া বিশেষণকে বিশেষিত করে তাকে বিশেষণীয় বিশেষণ বলে। **যেমন- নাম বিশেষণের বিশেষণ:** সামান্য একটু দুধ দাও। **ক্রিয়া বিশেষণের বিশেষণ:** রকেট অতি দ্রুত চলে।
অব্যয়ের বিশেষণ	যে ভাব বিশেষণ অব্যয় পদ অথবা অব্যয় পদের অর্থকে বিশেষিত করে তাকে অব্যয়ের বিশেষণ বলে। **যেমন** – ধিক্ তারে শত ধিক্ নির্লজ্জ যে জন।
বাক্যের বিশেষণ	কোনো বিশেষণ পদ যখন কখনো কখনো একটি সম্পূর্ণ বাক্যকে বিশেষিত করে তখন তাকে বাক্যের বিশেষণ বলে। **যেমন** – বাস্তবিকই আজ আমাদের কঠিন পরিশ্রমের প্রয়োজন। দুর্ভাগ্যক্রমে দেশ আবার নানা সমস্যাজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

পদ প্রকরণ

❖ সর্বনাম পদ

ব্যক্তিবাচক বা পুরুষবাচক	আমি, আমরা, তুমি, তোমরা, সে, তারা, তিনি, ও, ওরা ইত্যাদি।
আত্মবাচক	স্বয়ং, নিজে, আপনি ইত্যাদি
দূরত্ববাচক	ঐ, ঐসব ইত্যাদি।
সামীপ্যবাচক	এ, এই, ইনি, ইহারা ইত্যাদি।
প্রশ্নবাচক	কি, কী, কে, কাহার, কার ইত্যাদি
ব্যতিহারিক	নিজে নিজে, আপনা-আপনি, পরস্পর ইত্যাদি।
সংযোগজ্ঞাপক	যে, যিনি, যাঁরা, যাহারা ইত্যাদি।
অনির্দিষ্টতাজ্ঞাপক	কেউ, কোথাও, কোনো, কিছু ইত্যাদি।
সাকুল্যবাচক	সব, সর্ব, সকল, সমুদয়, তাবৎ ইত্যাদি।
অন্যাদিবাচক	অন্য, পর, অপর ইত্যাদি।

পদ প্রকরণ

❖ অব্যয় পদ-

বাংলা ভাষায় ৩ প্রকার অব্যয় শব্দ রয়েছে। যথা:

(১) বাংলা অব্যয় ⇒ আর, আবার, ও, হ্যাঁ, না।

(২) তৎসম অব্যয় ⇒ যদি, যথা, সদা, সহসা, হঠাৎ, অর্থাৎ, বরং, পুনশ্চ, আপাতত, বস্তুত।

(৩) বিদেশি অব্যয় ⇒ আলবত, বহুত, খুব, শাবাশ, খাসা, মার্ডার, মারহাবা।

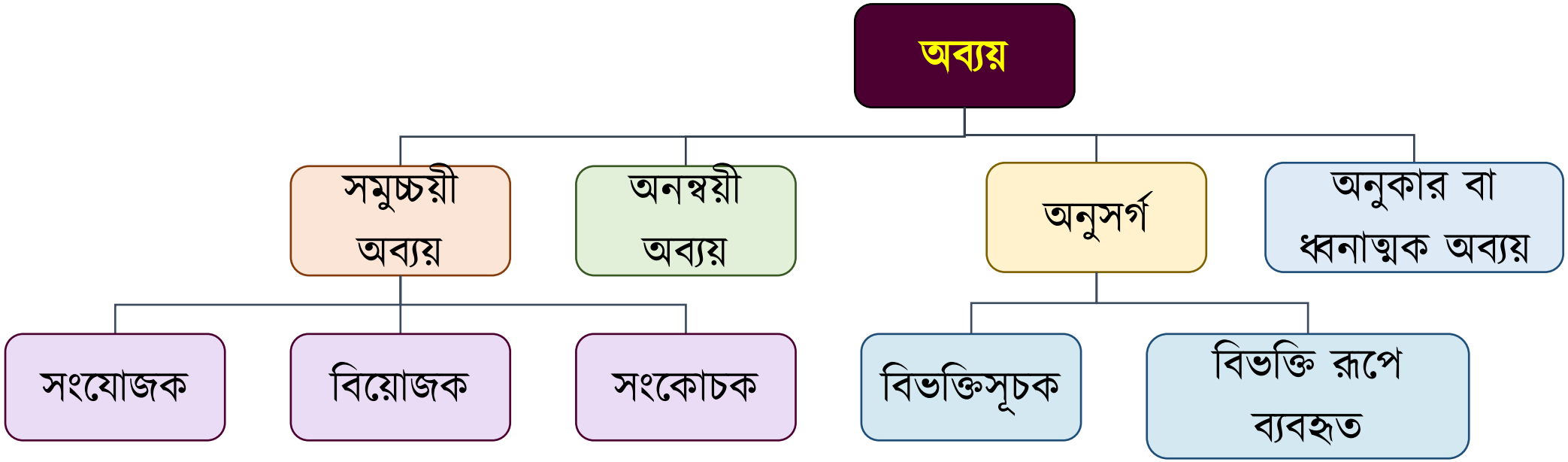

পদ প্রকরণ

❑ সমুচ্চীয় অব্যয়:

(১) সংযোজক: ও, এবং, আর, অধিকন্তু, সুতরাং ইত্যাদি সংযোজক অব্যয়। তিনি সৎ, **তাই** সকলে তাকে শ্রদ্ধা করে।

(২) বিয়োজক: কিংবা, নতুবা, অথবা, ইত্যাদি বিয়োজক অব্যয়। যেমন- মন্ত্রের সাধন **কিংবা** শরীর পাতন।

(৩) সংকোচক: কিন্তু অথচ, বরং ইত্যাদি সংকোচক অব্যয়। যেমন- তিনি বিদ্বান **অথচ** চরিত্রবান নন।

(৪) অনুগামী: যে, যদি, যদিও, যেন ইত্যাদি অনুগামী সমুচ্চীয় অব্যয়। **যেমন:** যদি বৃষ্টি হয় (শর্তবাচক), তাহলে সেখানে যাবো।

❑ অনন্বয়ী অব্যয়:

✓ **মরি মরি!** কী সুন্দর প্রভাতের রূপ!

✓ **হ্যাঁ**, আমি যাব। **না**, আমি যাব না।

✓ **ছি ছি**, তুমি এত নীচ! **কী আপদ**! লোকটা যে পিছু ছাড়ে না।

পদ প্রকরণ

- **পদান্বয়ী/অনুসর্গ অব্যয়:** দ্বারা, দিয়ে, হতে, চেয়ে ইত্যাদি পদান্বয়ী/অনুসর্গ। যেমন-

✓ সুখ **থেকে** স্বস্তি মেলে।

✓ সকলের **তরে** সকলে আমরা ইত্যাদি।

- **অনুকার/ধ্বন্যাত্মক অব্যয়:**

✓ শীতে শরীর **কনকন** করে উঠল।

✓ লোকটি **হনহন** করে বেরিয়ে গেল। ইত্যাদি।

পদ প্রকরণ

❑ ক্রিয়াপদ:

যে পদের দ্বারা কোনো কার্য সম্পাদন করা বোঝায় তাকে ক্রিয়াপদ বলে। বাক্যের অন্তর্গত যে পদ দ্বারা কোনো পুরুষ কর্তৃক নির্দিষ্ট কালে কোনো কার্যের সংঘটন বোঝায় তাকে ক্রিয়াপদ বলে।

❖ **গঠন:** ক্রিয়ামূল বা ধাতুর সাথে পুরুষ অনুযায়ী কালসূচক ক্রিয়াবিভক্তি যোগ করে ক্রিয়াপদ গঠন হয়।

➢ **প্রকারভেদ:**

(ক) ভাবপ্রকাশের দিক দিয়ে ক্রিয়া **দুই** প্রকার। যথা:

১. সমাপিকা ক্রিয়া
২. অসমাপিকা ক্রিয়া।

(১) সমাপিকা ক্রিয়া:

✓ ছেলেরা খেলা করছে।

(২) অসমাপিকা ক্রিয়া:

✓ প্রভাতে সূর্য উঠলে . . . . . .
✓ আমরা হাত-মুখ ধুয়ে . . . . . .

(খ) কর্মের ভিত্তিতে ক্রিয়া ৩ প্রকার। যথা:

(১) সকর্মক ক্রিয়া: হামিদ বই পড়ে।

(২) অকর্মক ক্রিয়া: মেয়েটি হাসে।

(৩) দ্বিকর্মক ক্রিয়া: বাবা আমাকে একটি কলম কিনে দিয়েছেন।

বি.দ্র. দ্বিকর্মক ক্রিয়ার প্রাণিবাচক কর্মকে গৌণকর্ম এবং অপ্রাণিবাচক কর্মকে মুখ্য কর্ম বলে।

↳ **প্রযোজক/ণিজন্ত ক্রিয়া:** মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন।

এখানে

- **প্রযোজক কর্তা:** মা
- **প্রযোজ্য কর্তা:** শিশুকে

পদ প্রকরণ

যৌগিক ক্রিয়া: একটি সমাপিকা ও একটি অসমাপিকা ক্রিয়া যদি একত্রে একটি বিশেষ বা সম্প্রসারিত অর্থ প্রকাশ করে তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। যেমন-

- ✓ ঘটনাটি **শুনে রাখ।**
- ✓ তিনি বলতে লাগলেন।

মিশ্র ক্রিয়া: বিশেষ্য, বিশেষণ ও ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের সঙ্গে কর্, হ্, দে, পা, যা, কাট্, গা, ছাড়, ধর্, মার্।

- ✓ আমরা তাজমহল **দর্শন করলাম।**
- ✓ তোমাকে দেখে **প্রীত হলাম**।

সমধাতুজ কর্ম: ক্রিয়া ও কর্ম একই ধাতু থেকে উৎপন্ন।

- ✓ বেশ এক **ঘুম ঘুমিয়েছি**।
- ✓ আর কত **খেলা খেলবে**?

নামধাতু ও নামধাতুর ক্রিয়া: 'আ' প্রত্যয় যোগে গঠিত হয়।

- ✓ "শিক্ষক ছাত্রকে বেতাচ্ছেন"।

পদ প্রকরণ

➢ **ক্রিয়ার ভাব ৪ প্রকার-**

(i) **নির্দেশক ভাব:** সাধারণ বিবৃতি → আমি বই পড়ি।

প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় → আপনি কি আসবেন?

(ii) **অনুজ্ঞা ভাব:** আদেশ, নিষেধ, অনুরোধ, উপদেশ ইত্যাদি বোঝাতে।

(iii) **সাপেক্ষ ভাব:** তিনি ফিরে এলে সব কিছুর মীমাংসা হবে।

(iv) **আকাঙ্ক্ষা প্রকাশক ভাব:** বৃষ্টি আসে আসুক। সে যায় যাক। সে হাসে হাসুক।

বিগত বছরের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নাবলি

- বিদেশি উপসর্গযোগে ৬টি শব্দ গঠন করুন এবং উপসর্গসমূহ কী অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে তা লিখুন। [৪৫তম বিসিএস]
- কীভাবে সমাসের সাহায্যে শব্দ গঠিত হয় উদাহরণসহ আলোচনা করুন। [৪৫তম বিসিএস]
- শব্দগঠন কী? বাংলা ভাষায় শব্দগঠনের পাঁচটি প্রক্রিয়া উদাহরণসহ লিখুন। [৪৪তম বিসিএস]
- অর্থগতভাবে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়? উদাহরণসহ আলোচনা করুন। [৪৪তম বিসিএস]
- বাংলা ভাষায় শব্দ গঠনের উপায়গুলো কী কী? সমাস দ্বারা শব্দ গঠনের উপায় ব্যাখ্যা করুন। [৪৩তম বিসিএস]
- শব্দগঠন বলতে কী বোঝায়? কী কী প্রক্রিয়ায় শব্দ গঠিত হয় উদাহরণসহ লিখুন। [৪০তম বিসিএস]
- প্রতিটি উপসর্গযোগে দুটি করে শব্দগঠন করুন: অনা, আ, পরা, অব, নির, বি। [৪১তম বিসিএস]
- অর্থগতভাবে বাংলা শব্দ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লিখুন। [৩৮তম বিসিএস]

বিগত বছরের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নাবলি

- দৃষ্টান্তসহ দ্বিরুক্ত শব্দের সংজ্ঞার্থ লিখুন। প্রত্যেক প্রকার দ্বিরুক্ত শব্দের দৃষ্টান্তসহ পরিচয় দিন। [৩৭তম বিসিএস]
- অব্যয় পদ কাকে বলে? উদাহরণসহ বিভিন্ন প্রকার অব্যয়ের পরিচয় লিপিবদ্ধ করুন। [৩৭তম বিসিএস]
- সাধিত শব্দ কাকে বলে? সাধিত শব্দ গঠনের প্রক্রিয়া গুলো উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন। [৩৬তম বিসিএস]
- বাংলা ভাষায় শব্দ গঠনের প্রক্রিয়া গুলো কী কী? উদাহরণসহ প্রক্রিয়াগুলো ব্যাখ্যা করুন। [৩৫তম বিসিএস]
- নিচের শব্দগুলোর উৎসগত পরিচয় লিখুন: কিস্তি, পুলটিক্স, টোপর, সোহাগ, পাপড়, ভাত। [৩৫তম বিসিএস]

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়

Facebook Page
https://www.facebook.com/uttoronacademy

Facebook Group (BCS উত্তরণ)
https://www.facebook.com/groups/www.uttoron.academy

YouTube Channel
https://www.youtube.com/c/Uttoron

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

BCS অনলাইন ও অফলাইনের সমন্বয়ে গোছানো প্রস্তুতি
(https://www.youtube.com/watch?v=MFKW8FSNnP0)

একটি উদ্যম-উন্মেষ প্রতিষ্ঠান

09666775566
www.uttoron.academy